শিল্প মন্ত্রণালয়

ফুড ফরটিফিকেশন বিষয়ে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার গুরুত্বপূর্ণ বিধান

খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্রের এ কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে খাদ্যপণ্যকে নিরাপদ অবস্থায় ভোক্তা তথা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য খাদ্য পণ্যের নিরাপদ প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধকরণ ও লেভেলিং এর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'সহ অন্যান্য কতিপয় আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী ভোজ্যতেল একটি খাদ্যপণ্য এবং লবণ একটি খাদ্য উপকরণ। যেজন্য জনসাধারণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধের জন্য ভোজ্যতেলকে ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ যেমন গয়টার, মানসিক বিকাশের ব্যাঘাত ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য সরকার লবণকেও আয়োডিন দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে সমৃদ্ধ করার বিধান করেছে এবং ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশে লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ অত্যন্ত সফল একটি কার্যক্রম। সমৃদ্ধকৃত ওই ভোজ্যতেল এবং লবণের প্রক্রিয়াকরণ বা উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রায় অনুপুষ্টি সংযোজন, সঠিক প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধকরণ ও যথাযথ লেবেলিং নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। আশার বিষয় হলো সরকার এই সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন ও বিধিবিধান দ্বারা বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। এসব বাধ্যকাধকতা প্রতিপালন না করা বা অমান্য করা বা লঙ্ঘন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

নিম্নোক্ত আইন ও বিধিবিধানে কতিপয় খাদ্যপণ্য সমৃদ্ধকরণের বাধ্যবাধকতা এবং সেগুলো নিরাপদভাবে প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধকরণ ও লেভেলিং সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে:

(১) ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬৫ নং আইন);

(২) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(৩) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৭ নং আইন);

(৪) ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৬ নং আইন);

(৫) The Cantonments Pure Food Act, 1966 (ACT NO. XVI OF 1966);

(৬) ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫;

(৭) পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১;

(৮) "মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেভেলিং প্রবিধানমাল, ২০১৭; এবং

(৯) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন)।

(১০) আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ০৮ নং আইন)

(১১) আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা, ২০২৪

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার প্রাসংগিক ও গুরুত্বপূর্ণ মূল বিধানসমূহ 'পরিশিষ্ট-১'- তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ফুড ফরটিফিকেশন বিষয়ে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার সংশ্লিষ্ট বিধানের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের উপর আলোকপাত

১. ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩
(২০১৩ সনের ৬৫ নং আইন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজারজাতকরণ বাধ্যতামূলক করে ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে আইনটি জারি করা হয়। আইনে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ ছাড়াও সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল প্যাকেজিং ও মোড়কাবদ্ধকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। প্যাকেজিং ও মোড়কাবদ্ধকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন বা অমান্যকরণও এ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনটির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনামূহ নিম্নরূপ:

ভোজ্যেতেল বলতে বুঝাবে

আইনের উদ্দেশ্যে ''ভোজ্যতেল'' অর্থ মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য পরিশোধিত (Refined) বা অপরিশোধিত (Crude) কোনো উদ্ভিজ তেল (vegetable oil)। যেমন সয়াবিন তেল (soyabean oil), পাম তেল (palm oil), পাম অলীন (palm olein); অথবা আন্তর্জাতিকভাবে ভোজ্যতেল হিসেবে স্বীকৃত অন্য কোনো উদ্ভিজ তেল। তবে সরিষার তেল, নারিকেল তেল, অলিভ অয়েল ভোজ্যতেল হিসেবে গণ্য হবে না [ধারা ২(৬)]।

ভিটামিন 'এ' দ্বারা ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণের মাত্রা

ভোজ্যতেল ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকরণের মাত্রা হবে ১৫ থেকে ৩০ পিপিএম (parts per million), অর্থাৎ প্রতিগ্রাম ভোজ্যতেলে অন্যূন ০.০১৫ থেকে অনধিক ০.০৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'এ' (১৫ থেকে ৩০ পিপিএম) থাকবে। এই মাত্রায় সমৃদ্ধ না করে কোনো ভোজ্যতেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজারজাত করা যাবে না। ধারা-৪ ও তফসিল-১।

মোড়কে সমৃদ্ধকরণ প্রতীক ব্যবহার

ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী বা পরিশোধনকারী কর্তৃক বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য সংরক্ষিত বা প্রদর্শিত ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার বা জারের গায়ে সমৃদ্ধকরণ প্রতীক সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার করতে হবে এবং মোড়কে ভোজ্যতেল ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে মর্মে একটি বিবৃতি বড় মাপে ও অক্ষরে, বাংলা ও ইংরেজিতে, বোধগম্য এবং অমোচনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে, যা সহজে দৃশ্যমান হয়। এছাড়া কোনো খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নাই বা উপরোক্তভাবে মোড়ক ব্যবহার করা হয় নাই, এমন কোনো ভোজ্যতেল বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করতে পারবেন না। কোনো ব্যক্তি ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নাই, এমন কোনো পরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানিও করতে পারবে না। [ধারা ৫, ৬ ও ৭]

কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের দায়

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় কোম্পানি বা ফার্মের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা এজেন্টের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়ী হবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, অপরাধটি তার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে এবং তা রোধ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। [ধারা-১৫)

অপরাধ এবং দণ্ড

ক। ভোজ্যতেল বাধ্যতামূলক সমৃদ্ধ না করার অপরাধের দণ্ড:

ভিটামিন 'এ' দ্বারা ভোজ্যতেল নির্ধারিত মাত্রায় সমৃদ্ধ না করলে অথবা অনুরূপ সমৃদ্ধকরণ ছাড়া ভোজ্যতেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজারজাত করলে তা অপরাধ হবে এবং এই অপরাধের জন্য বিএসটিআই অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করতে পারবে।

একই অপরাধ পুনরায় করলে বা পৌন:পুনিকভাবে করলে অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [ধারা-৪ ও ১৬ (১) ও (২)]

খ। পরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি না করার দণ্ড

নির্ধারিত মাত্রা অনুযায়ী ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ নয় এমন পরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করলে তা অপরাধ হবে এবং এই অপরাধের জন্য বিএসটিআই অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করতে পারবে।

একই অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করলে অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [ধারা-৫ ও ১৬ (৩) ও (৪)]

গ। ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধারের গায়ে ব্যবহার্য মোড়ক (label) সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড

সমৃদ্ধকারী বা পরিশোধনকারী বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য সংরক্ষিত বা প্রদর্শিত ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার বা জারের গায়ে নির্ধারিত সমৃদ্ধকরণ প্রতীক (fortification logo) সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার না করলে এবং ওই মোড়কে নির্ধারিত বিবৃতি লিপিবদ্ধ না করলে তা অপরাধ হবে এবং এই অপরাধের জন্য বিএসটিআই অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করতে পারবে।

একই অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করলে অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। [ধারা-৬ এবং ১৬ (৫) ও (৬)]

খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ ও দণ্ড

খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নাই বা নির্ধারিত মোড়ক ব্যবহার করা হয় নাই, এমন কোনো ভোজ্যতেল বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করলে তা অপরাধ হবে এবং এই অপরাধের জন্য বিএসটিআই অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করতে পারবে।

একই অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করলে অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। [ধারা-৭ এবং ১৬ (৫) ও (৬)]

হোটেল, রেস্তোঁরা এবং বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ ও দণ্ড

সরকার নির্ধারিত তারিখ হতে কোনো হোটেল, রেস্তোঁরা কিংবা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত বা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল দ্বারা খাবার বা খাদ্যদ্রব্য তৈরি না করলে বা প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ব্যবহার না করলে তা অপরাধ হবে এবং এই অপরাধের জন্য বিএসটিআই অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করতে পারবে।

একই অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করলে অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। [ধারা-৮ এবং ১৬ (৫) ও (৬)]

আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ, নির্দেশনা বা ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনের অপরাধ ও দণ্ড

এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশনা অথবা ভোজ্যতেল ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান লঙ্ঘনকারী, যার জন্য এই আইনে কোনো জরিমানা বা দণ্ডের বিধান নাই, অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [ধারা-১৬ (৭)]

জরিমানার অর্থ আদায়ের পদ্ধতি

আরোপিত জরিমানার অর্থ The Public Demands Recovery Act, 1013 (Bengal Act No. 111 of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সরকারি দাবি (Public Demand) হিসেবে আদায় করা হবে। [ধারা ১৭]

অপরাধের বিচার পদ্ধতি

আইনের অধীন অপরাধসমূহ:

(ক) অ-আমলযোগ্য হবে। অর্থাৎ আদালতের পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করা যাবে না;

(খ) জামিনযোগ্য হবে। অর্থাৎ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি জামিন পাওয়ার অধিকারী হবেন; এবং

(গ) আপোসযোগ্য হবে। অর্থাৎ উভয়পক্ষ এই আইনের অধীন মামলায় আপোস-মীমাংসা করতে পারবে। ধারা-১৮ (১)

২। আইনের অধীন অপরাধসমূহ মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এবং অন্যান্য এলাকায় প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হবে। ধারা-১৮ (২)

মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার্য অপরাধসমূহ

এই আইনের নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ পুনঃপুন করার ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুসারে বিচার্য হবে:

(ক) আইনে বর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ নয় এমন কোনো পরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানির অপরাধ পুনঃপুনঃ করলে;

(খ)ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধারের গায়ে আইনের বিধান মোতাবেক মোড়ক ব্যবহার না করার অপরাধ পুনঃপুনঃ করলে;

(গ) খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা আইনে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হলে; এবং

(ঘ) হোটেল, রেস্তোঁরা এবং বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারীগণ সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল ব্যবহারে পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হলে; এবং

(ঙ) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশনা বা ভোজ্যতেল ভিটামিত 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫ এর কোনো বিধান পুনঃপুনঃ লঙ্ঘন করলে, যার জন্য এই আইনে কোনো জরিমানা বা দণ্ডের বিধান নাই। [ধারা ১৮ (২)ও ২০ এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিল এর ক্রমিক নং (১০৯)]

২. ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা ২০১৫

ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ এর বিধানসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ১৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিধিমালাটি জারি করা হয়। ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ, আমদানিকরণ, পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত করার বিষয়ে বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত ভোজ্যতেল এবং ভোজ্যতেলের মোড়ক

ক।"পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত" ভোজ্যতেল অর্থ সমৃদ্ধকরণ প্রতীক ও নির্ধারিত মোড়কসহকারে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত ভোজ্যতেল। [বিধি ২ (ঙ)]

খ।"মোড়ক" অর্থ সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেটের গায়ে অঙ্কিত বা আটকানো মোড়ক। [বিধি- ২ (জ)]

ভোজ্যতেল বিষয়ে আবশ্যকীয় সাধারণ বিধান

পাইকারী বা খুচরা বিত্রেতা তার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা ভোজ্যতেল যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত অথবা যথাযথভাবে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত নয়, তা অবগত হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন-

(অ) যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করে অথবা পাত্রজাত বা প্যাকেট করে পুনরায় প্রেরণ করার জন্য যার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, তার কাছে ফেরত দিবেন; অথবা

(আ) উক্ত ভোজ্যতেলের পরিবর্তে যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত বা প্যাকেটকৃত ভোজ্যতেল সরবরাহের জন্য যার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, তার কাছে ফেরত দিবেন। বিধি-৩

ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট

১। "পাত্র বা প্যাকেট" অর্থ ভোজ্যতেল বাজারজাত, বিপণন, বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ বা মজুতের জন্য ব্যবহৃত পাত্র, বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার। [বিধি- ২ (ঘ)]

২। ভোজ্য তেলের পাত্র বা প্যাকেট হবে আর্দ্রতারোধক; পাত্র বা প্যাকেটের উপরিভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হলে এর অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। পাত্র বা প্যাকেট তৈরিতে এমন কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না, যা সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের সাথে বিক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

তৈরিকৃত পাত্র বা প্যাকেটের নিম্নাংশ অন্তত শতকরা ২০ ভাগ ফাঁকা রেখে উপরের অংশে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুসরণে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং দ্বারা বাংলায় লিপিবদ্ধ করতে বা সন্নিবেশ করতে হবে:

(ক) ভোজ্য তেল সমৃদ্ধকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর:
(খ) ভোজ্য তেলের প্রকৃত পরিমাণ;
(গ) সমৃদ্ধকরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;
(ঘ) লট নম্বর এবং সনাক্তকরণ কোড;
(ঙ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য;
(চ) ভোজ্যতেলে বিদ্যমান উপকরণ ও পুষ্টি উপাদানের নাম ও শতকরা হার;
(ছ) সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা; এবং
(জ) সমৃদ্ধকরণ প্রতীক। [বিধি-৫]

পরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি

সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল ব্যতীত অন্য কোনো পরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করা যাবে না। [বিধি- ৬ (১)]

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা ও এখতিয়ার

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শন বা অনুসন্ধানের সময় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করবেন।পরিদর্শন বা অনুসন্ধানের সময় পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিম্নরূপ ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে:
(ক) কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারবেন;
(খ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে পারবেন;
(গ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্যতেলের পাত্র বা প্যাকেট খুলতে ও পরীক্ষা করতে পারবেন;
(ঘ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য সংরক্ষিত বা মজুতকৃত ভোজ্যতেলের নমুনা সংগ্রহ করতে এবং তা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন;
(ঙ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারবেন;
(চ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সাথে সম্পৃক্ত দলিলাদি পরীক্ষা এবং তার অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন; এবং
(ছ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার, এজেন্ট, শ্রমিক, কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্থাপনার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে বা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। [বিধি- ৭)

সমৃদ্ধকরণ সংক্রান্ত নিশ্চয়তা প্রদান

আমদানিকারক, পরিশোধনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, বাজারজাতকারী এবং বিপণনকারী যার কাছে বিক্রয় করবেন তাকে যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন মর্মে গণ্য হবে এবং যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত না হওয়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। [বিধি- ৯]

৩. বাংলাদেশ স্ট্যার্ন্ডাড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮
(২০১৮ সনের ৬৭ নং আইন)

Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, ১৯৮৫ রহিত করে এই আইনটি ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে জারি করা হয়। আইনটিতে মোট ৫২টি ধারা রয়েছে। ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী এই আইনের বিধানসমূহ ভোজ্য তেল ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এর অতিরিক্ত বিধান হিসেবে কার্যকর হবে এবং উক্ত আইনের অধীনে গৃহীত ব্যবস্থাকে ক্ষুন্ন করবে না। এছাড়া উক্ত আইনে বিএসটিআই-কে জরিমানা দণ্ড আরোপসহ কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যে কারণে উক্ত আইনটির বিধান বাস্তবায়নে এই আইনটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভোজ্য তেল এবং লবণ সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া তদারকি ও পরিদর্শন এবং প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধকরণ ও লেভেলিং সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনটির গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

দ্রব্য, মার্ক লেবেল ও আবরণ

(১) ''দ্রব্য'' অর্থ উৎপাদিত বা প্রাকৃতিক, অথবা আংশিক উৎপাদিত বা আংশিক প্রাকৃতিক, অথবা কাঁচা বা আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাতকৃত বা উৎপাদিত কোনো বস্তু; [ধারা-২ (৪)]
(২) ''মার্ক'' অর্থ কোনো ডিভাইস, ব্রান্ড, শিরোনাম (heading), লেবেল, টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, প্রতীক, সংখ্যা, সংখ্যাযুক্ত উপাদান বা রং এর সমন্বয়, এবং এদের যে কোনোরূপ সমন্বয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে; [ধারা-২(৫)]
(৩) এই আইনে "লেবেল" বলতে বুঝাবে কোনো পণ্যের পরিচিতি, গঠন, উপাদান, গুণাগুণ, ব্যবহারের নির্দেশনা, বৈশিষ্ট্য, ওজন, পরিমাণ, মূল্য, উৎপাদন বা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত পণ্য বা পণ্যের ধারক বা ট্যাগে লিখিত, মুদ্রিত, চিত্রিত কোনো কিছু প্রদর্শন অথবা উক্ত পণ্য সম্পর্কিত মুদ্রিত বিবরণ বা এর সাথে যুক্ত এইরূপ অন্যান্য উপাদান। [ধারা-২(১৭)]

(৪) '"আবরণ" বলতে বুঝাবে যে কোনো প্রকারের ছিপি, পিপা, বোতল, পাত্র, বাক্স ঝাঁজর, ঢাকনা, ক্যাপসুল, খাপ, ফ্রেম, মোড়ক, অথবা অন্যান্য আধার। [ধারা ২১ (২) খ]

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ

সরকার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে না এমন পণ্য বিক্রয়, বিতরণ এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করতে পারবে। [ধারা-২১]

পরিদর্শকের ক্ষমতা

পরিদর্শকের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

(ক) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহৃত কোনো পণ্য বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোনো কার্যক্রম পরিদর্শন;

(খ) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহৃত কোনো পণ্য বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বস্তু বা মালামাল অথবা পণ্যের নমুনা সংগ্রহ;

(গ) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারের ন্যায় আইনের অধীন অপরাধ সম্পর্কে তল্লাশি, আটক বা তদন্ত। [ধারা- ২২]

অপরাধ ও দন্ড

১। সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত পণ্য বা তার সাথে সংযুক্ত আবরণ বা লেবেলে স্ট্যান্ডার্ড মার্ক দ্বারা চিহ্নিত না হলে তা আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তজ্জন্য অনধিক ৪ (চার) বছর কারাদন্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, তবে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার নিচে নয়, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। [ধারা-২৯ ও ৩২]

২। কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যদি পরিদর্শক কর্তৃক সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করেন, অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি বা কোম্পানির উক্ত কার্য হবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বছর কারাদন্ড, অথবা অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, তবে ১০ (দশ) হাজার টাকার নিচে নয়, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। এছাড়া উক্ত একই অপরাধ পুনরায় করা হলে সর্বোচ্চ দন্ডের দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডিত হবেন। [ধারা ৩০ ও ধারা ৩২]

৩। আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রট ও মোবাইলকোর্ট কর্তৃক বিচার্য হবে। [ধারা-৩৪ ও ৩৫]

৪। অপরাধ সংঘটনের সাথে সম্পর্কিত ভোজ্য তেল ও লবণ বাজেয়াপ্ত করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট কারখানা, গুদাম বিএসটিআই বন্ধ করতে পারবে। [ধারা- ৩৭ ও ৩৮]

৪. ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন, ২০১৮
(২০১৮ সনের ৫৬ নং আইন)

Standard of Weights and Measures Ordinance, ১৯৮২ রহিত করে ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আইনটি জারি করা হয়। এ আইনে পণ্য মোড়কজাত ও লেবেলিং সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। ধারা ৩ অনুযায়ী আইনটিকে অন্যান্য আইনের ওপর প্রাধান্য দেওয়ায় ভোজ্য তেল ও লবণ মোড়কজাত ও লেবেলিং এর ক্ষেত্রে এই আইনের নির্দেশনাসমূহের লঙ্ঘন বা অমান্যকরণ দন্ডনীয় অপরাধ হবে। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:

"মোড়কজাত পণ্য" এবং "লেবেল"

"মোড়কজাত পণ্য" বলতে পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে একক মাত্রায় বিক্রয়ের উপযোগী কোনো বোতলে, মোড়কে বা অন্য কোনোভাবে পূর্ব-মোড়কজাত পণ্য বুঝায় এবং "লেবেল" বলতে লিখিত মার্কযুক্ত, স্ট্যাম্পযুক্ত, ছাপানো বা গ্রাফিক ডিজাইনকৃত কোনো বস্তু, যা কোনো পণ্য বা মোড়কের ওপর লাগানো থাকে বা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। [ধারা- ২ (৩১) ও ধারা- ২ (৩৬)]

আবদ্ধ মোড়ক ও ধারণপাত্রের অভ্যন্তরস্থ বস্তু পরিদর্শন এবং প্রতিপাদনের ক্ষমতা

বিক্রয়ের জন্য আবদ্ধ মোড়ক বা ধারণপাত্রে নিট ওজনের বা পরিমাণের পণ্য আছে কি না, তার সত্যতা যাচাই করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পরিদর্শক মোড়ক বা ধারণপাত্র খুলতে পারবেন এবং অভ্যন্তরস্থ বস্তুর ওজন বা পরিমাণ প্রতিপাদন করতে পারবেন। সত্যতা যাচাইয়ের সময় মোড়ক বা ধারণপাত্রের নির্দেশিত পরিমাণের সমান পাওয়া না গেলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পরিদর্শক মোড়ক বা ধারণপাত্র বা এর অভ্যন্তরস্থ বস্তু বাজেয়াপ্ত বা আটক করতে পারবেন। [ধারা-১৬]

উৎপাদনকারী, মোড়কজাতকারী কর্তৃক রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ

মোড়কজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও মোড়কজাতকারী এ সম্পর্কিত রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শক তলব করলে, তা তার সম্মুখে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন। [ধারা-১৮]

প্রবেশের ক্ষমতা

পরিদর্শক বা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শন বা সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য কোনো প্রাঙ্গানে প্রবেশ করতে পারবেন, এবং যে কোনো ব্যবসায়ী বা কর্মচারী বা ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিকে উপস্থিত হতে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন, অথবা মোড়কজাত পণ্য বা যে কোনো দলিল বা তৎসংশ্লিষ্ট রেকর্ড অনুসন্ধানের জন্য তার সম্মুখে আনয়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন এবং উক্ত ব্যবসায়ী বা কর্মচারী বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। [ধারা-১৯]

পণ্য মোড়কজাতকরণ

পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণের নিবন্ধন সনদপত্র না থাকলে এবং এরূপ মোড়কের ওপরিভাগে প্যানেলে বাংলা ভাষায় (বাংলা ভাষার অক্ষরের আকৃতিকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংযোজিত নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ ঘোষণাপত্র না থাকলে কোনো ব্যক্তি মোড়কজাত কোনো পণ্য;

(ক) তৈরি, উৎপাদন, মোড়কজাত বা বিক্রয় করবেন না, বা মোড়কজাত বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন না;
(খ) পরিবেশন বা সরবরাহ করবেন না অথবা পরিবেশন বা সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন না; বা
(গ) বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন বা অধিকারে রাখবেন না;

এছাড়া মোড়কের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর সুরক্ষা ব্যতীত নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোড়কে তার চাইতে কম পণ্য বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহের জন্য মোড়কজাত করতে পারবেন না এবং মোড়কজাতকৃত কোনো মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য কোনো উৎপাদনকারী, মোড়কজাতকারী, সরবরাহকারী বা পাইকারি বা খুচরা বিপণনকারী বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করতে পারবেন না। [ধারা- ২৪]

আইনের ১৮ ধারা লঙ্ঘনের দন্ড

কোনো ব্যক্তি যদি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, আইনের অধীন কোনো রেকর্ড বা দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ বা অপারগ হন, অথবা পরিদর্শক বা ক্ষমতা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে, কোনো যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, কোনো রেকর্ড বা দলিলপত্র উপস্থাপনে ব্যর্থ বা অপারগ হন, তাহলে তিনি অনুর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [ধারা- ৩৬]

আইনের ২৪ ধারা লঙ্ঘনের দন্ড

আইনের অধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি লঙ্ঘন করে, মোড়কজাত আকারে, যে কোনো পণ্য বিক্রয়, পরিবেশন, সরবরাহ বা হস্তান্তর করলে অথবা পরিবেশন বা সরবরাহের ব্যবস্থা করলে তিনি, অনুর্ধ্ব ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [ধারা- ৪১]

দণ্ডের বিধান নির্দিষ্ট নাই, এরূপক্ষেত্রে প্রযোজ্য দন্ড

কোনো ব্যক্তি যদি আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন যা লঙ্ঘনের জন্য আইনে দণ্ডের বিধান নেই, তাহলে তিনি অনুর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [ধারা- ৫২]

৫. পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১

বিধিমালাটি “ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন, ২০১৮” এর ধারা ৭২ এর ক্ষমতাবলে জারি করা হয়। বিধিমালাটিতে পণ্য সামগ্রী তথা ভোজ্য তেল ও লবণ মোড়কজাতকরণ সংক্রান্ত বিধান এবং তা অমান্যকরণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিধান সন্নিবেশিত আছে;

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো পূর্ব-মোড়কজাত সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেল বা লবণ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ঘোষণা প্রদান বা ঘোষণাযুক্ত লেবেল যুক্তকরণ ব্যতীত বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহ করতে পারবে না বা করার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন না। [বিধি-৩]

(২) কোনো ব্যক্তি ভোজ্য তেল ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ২ কেজি, ৩ কেজি, ৪ কেজি, ৫ কেজি, ৬ কেজি, ৭ কেজি, ৮ কেজি, ৯ কেজি, ১০ কেজি এবং পরবর্তী ৫ কেজি এর গুণিতক পর্যন্ত পরিমাণ ও মানসম্মত মোড়কে মোড়কজাতকরণ ব্যতীত বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহ করতে পারবেন না বা করার অনুমতিও প্রদান করতে পারবেন না। [বিধি- ৪]

(৩) কোনো ব্যক্তি বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করে মোড়কজাত আকারে সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেল বা লবণ বিক্রয়, পরিবেশন, সরবরাহ বা হস্তান্তর করলে কোনো মোড়কের কোনো ঘোষণা বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনপূর্বক বিকৃত, বিচ্যুতি বা পরিবর্তন করলে অনুর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [বিধি-৩৮ ও ধারা-৪১]

৬. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০০৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন)

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে আইনটি জারি করা হয়। এ আইনের ধারা ২ (৩) এর বিধানমতে ভোজ্য তেলকে ‘খাদ্য’ এর সংজ্ঞাভুক্ত করায় ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেল (সয়াবিন তেল, পাম তেল, পাম অলীন এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভোজ্য তেল হিসেবে স্বীকৃত অন্য কোনো উদ্ভিজ তেল) এবং অসমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেল (সরিষার তেল, নারকেল তেল, অলিভ অয়েল) প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধকরণ ও লেবেলিং এর ক্ষেত্রে এ আইনের বিধান প্রযোজ্য। সেই সাথে আইন অনুযায়ী লবণ খাদ্য উপকরণ হওয়ায় এবং মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বলে লবণের প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধকরণ ও লেবেলিং এর ক্ষেত্রেও এ আইনের বিধান প্রযোজ্য। এই আইনে ভোজ্য তেল ও লবণ প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধকরণ ও লেবেলিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

(১) লবণ ও ভোজ্য তেলের ধারণপাত্র অর্থাৎ আধার বা মোড়ক জনস্বাস্থ্যের জন্য হানিকর কোনো বস্তু দ্বারা প্রস্তুত করা যাবে না। এছাড়া উক্ত ধারণপাত্র ধূলাবালি, অননুমোদিত মাত্রার জৈব বা রাসায়নিক দূষক, আর্সেনিক, পারদ বা স্বাস্থ্যহানিকর অন্য কোনো ধাতুমুক্ত হতে হবে। [ধারা ২ (১৫)]

(২) আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল সংযোজন ব্যতিরেকে কোনো প্যাকেটকৃত লবণ ও ভোজ্য তেল বিতরণ বা বিক্রয় করলে অনুর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পুনরায় অপরাধ করার ক্ষেত্রে দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। [ধারা-৩২ (ক) ও তফসিল এর ক্রমিক নং- (১০)]

(৩) লবণ ও ভোজ্য তেলের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে, পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে লেবেলে কোনো মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপ-কৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধ হিসেবে দাবি অথবা উৎস স্থল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কোনো বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হলে অনুর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পুনরায় একই অপরাধ করার ক্ষেত্রে দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। [ধারা-৩২ (খ) ও তফসিল এর ক্রমিক নং (১১)]

(৪) নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার এবং মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎস সনাক্তকরণ তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে প্যাকেটকৃত লবণ ও ভোজ্য তেল বিতরণ বা বিক্রয় করা হলে অনুর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পুনরায় অপরাধ করার ক্ষেত্রে দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। [ধারা-৩২ (গ) ও তফসিল এর ক্রমিক নং-(১২)]

(৫) প্যাকেটকৃত লবণ ও ভোজ্য তেলের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করে বা মুছে ফেলে লবণ ও ভোজ্য তেল বিক্রয় করা হলে অনুর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পুনরায় অপরাধ করলে দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। [ধারা-৩২ (গ) ও তফসিল এর ক্রমিক নং-(১৩)]

(৬) কোনো মোড়ককারী, বিতরণকারী এবং বিক্রয়কারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে তা এই আইনের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। [ধারা-৪৪]

(৭) (১) পরিদর্শক, মধ্যরাত হতে সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সময় ব্যতীত, যে কোন সময়ে:

ক) বিপণনের সরবরাহ স্থল, সরবরাহ পথ, মজুদস্থল বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত লবণ ও ভোজ্য তেলে ব্যবহারযোগ্য যে কোনো বস্তুর অবস্থা, স্থান অথবা উহার উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবস্থা পরিদর্শন করতে পারবেন; এবং

খ) লবণ ও ভোজ্য তেলের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য রক্ষিত এবং বিপণনের জন্য ব্যবহৃত যে কোনো কৌটা বা ধারণপাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন।

(২) পরিদর্শন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিদর্শককে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(৩) পরিদর্শন এবং পরীক্ষাকালে যদি পরিদর্শকের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে বিপণন সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত ধারণপাত্র মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা অনুপযোগী, তাহলে তিনি তা জব্দ করতে পারবেন।

(৪) জব্দের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(৫) কোনো ধারণপাত্র জব্দ করার ক্ষেত্রে, জব্দকারী:-

(ক) ধারণপাত্র বা উহার উপাদান অবিলম্বে অপসারণ করবেন; এবং

(খ) অপসারণের পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্ন ও সীলমোহর প্রদান করে নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন।

(৭) কোনো ব্যক্তি অপসারণ কার্যে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকাতা সৃষ্টি করতে পারবেন না। [ধারা- ৫৫]

(৮) পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক জব্দকৃত ধারণপাত্র মালিকের লিখিত সম্মতিক্রমে দুইজন স্বাক্ষীর সম্মুখে তৎক্ষণিক ধ্বংস করা যাবে। ধ্বংস করা সম্ভব না হলে তা এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারণপাত্র ধ্বংস বা অন্য কোনো উপায়ে এর নিষ্পত্তি করতে পারবেন। [ধারা-৫৭]

(৯) কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে কোম্পানির মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকার, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মচারী বা এজেন্ট অপরাধ সংঘটন করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাবে। [ধারা- ৫৯]

৭. মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে এ প্রবিধানমালা জারি করা হয়। এ প্রবিধানমালার যে কোনো বিধান লঙ্ঘন নিরাপদ খাদ্য আইন আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। নিরাপদ খাদ্য আইনের বিধানমতে ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকৃত অথবা অসমৃদ্ধকৃত, এই উভয় প্রকার ভোজ্য তেল এবং আয়োডিনযুক্ত লবণপ্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধ ও লেবেলিং এর ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার বিধান প্রযোজ্য। এ প্রবিধানমালার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

(১) মোড়কাবদ্ধ লবণ ও ভোজ্য তেল লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে, যথা:

(ক) দেশে প্রস্তুতকৃত মোড়কাবদ্ধ লবণ ও ভোজ্য তেলের লেবেলে প্রদেয় সংশ্লিষ্ট তথ্য বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে; তবে, প্রয়োজনে, বাংলার পাশাপাশি এক বা একাধিক বিদেশি ভাষাও ব্যবহার করা যাবে;

(গ) মোড়কাবদ্ধ লবণ ও ভোজ্য তেলের লেবেল, ধারণপাত্র বা প্যাকিং এর অভ্যন্তরস্থ ভোজ্যতেল ও সংযোজনকারী উপাদান সংক্রান্ত ঘোষণা সম্বলিত হতে হবে;

(খ) আমদানিকৃত মোড়কাবদ্ধ লবণ ভোজ্য তেলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, লেবেল বিদেশি ভাষায় হলে, বাংলা ভাষাতেও লেবেল বা একটি সাব-লেবেল সংযুক্ত করতে হবে;

(গ) মোড়কাবদ্ধ লবণ ও ভোজ্য তেলের লেবেল, ধারণপাত্র বা প্যাকিং এর অভ্যন্তরস্থ ভোজ্যতেল ও সংযোজনকারী উপাদান সংক্রান্ত তথ্যাদির ঘোষণা সম্বলিত হতে হবে;

(ঘ) ভোক্তার জন্য যথাসম্ভব সহজবোধ্যভাবে লবণ ও ভোজ্য তেলের নাম ও উপকরণের তালিকা বা বিবরণ লেবেলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করতে হবে;

(ঙ) লেবেল অনাবৃত, সহজে দৃশ্যমান ও সহজপাঠ্য হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে, মোড়কের আয়তন অনুপাতে ফন্টের আকার নির্ধারণ করতে হবে;

(চ) মোড়ক হতে লেবেলের বিচ্ছিন্নতা রোধকল্পে, মোড়কের ধরন অনুযায়ী, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। [বিধি- ৪]

(২) কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি কর্তৃক লবণ ও ভোজ্য তেলের লেবেলে বিভ্রান্তিকর, অসত্য বা মিথ্যা নির্ভরতামূলক তথ্য সন্নিবেশ করা হলে এবং উক্তরূপ তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ বা প্রচার করা হলে অনূর্ধ্ব এক বছর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যুন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পুনরায় অপরাধ করার ক্ষেত্রে এক বছর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। [প্রবিধি- ১৮ এবং ধারা- ৪১ ও ৪২]

৮. ক্যান্টনমেন্ট পিউর ফুড এ্যাক্ট, ১৯৬৬

ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ৯ জুলাই, ১৯৬৬ তারিখে আইনটি জারি করা হয়। আইনের ২(৯) ধারার সংজ্ঞামতে লবণ ও ভোজ্য তেল খাদ্যের আওতাভুক্ত হওয়ায় লবণ ও ভোজ্যতেল প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য। আইনে নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসরণ ব্যতীত খাদ্য তথা লবণ ও ভোজ্যতেল প্যাকেজিং, মোড়কাবদ্ধ বা লেবেলিং করে সংরক্ষণ, বিক্রয়ের জন্য মজুদ, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করা হলে তা আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তজ্জন্য নিম্নরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হবে:

(১) প্রথমবারের অপরাধের জন্য ৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম ১০০(একশত) টাকা এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) হাজার টাকা জরিমানা দণ্ড;

(২) দ্বিতীয়বারের অপরাধের জন্য ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ড; এবং;

(৩) বারবার অপরাধের জন্য ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা দণ্ড। [ধারা- ২৩]

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
(২০০৯ সনের ২৬ নং আইন)

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কাজ প্রতিরোধের জন্য আইনটি জারি করা হয়। এই আইনের ২(১১) ধারা অনুযায়ী লবণ ও **ভোজ্য তেল** খাদ্য**পণ্য হিসেবে গণ্য হওয়ায় এবং ধারা ৩ অনুযায়ী** আইনটির বিধানসমূহ অন্য কোনো আইনের কোনো বিধানকে ক্ষুণ্ন না করে তার অতিরিক্ত হিসেবে কার্যকর হওয়ায় এই আইনের অপরাধ ও দণ্ড সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিধানগুলো লবণ ও ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে:

১। লবণ ও ভোজ্য তেলের মোড়ক, ব্যবহার না করার দণ্ড [ধারা- ৩৭]

কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধি দ্বারা কোনো পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২। ধার্য্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে লবণ ও ভোজ্য তেল বিক্রয় করার দণ্ড [ধারা- ৪০]

কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে লবণ ও ভোজ্য তেল বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করলে অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৩। লবণ ও ভোজ্য তেলে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণের দণ্ড [ধারা-৪২]

মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো দ্রব্য বা মিশ্রণ মিশ্রিত করলে অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিবার দণ্ড [ধারা- ৪৪]

কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৪। প্রতিশ্রুত লবণ ও ভোজ্য তেল যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করার দণ্ড [ধারা- ৪৫]

কোনো ব্যক্তি প্রতিশ্রুত সমৃদ্ধকৃত লবণ ও ভোজ্য তেল যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করলে অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৫। লবণ ও ভোজ্য তেলের ওজনে কারচুপির দণ্ড [ধারা- ৪৬]

কোনো ব্যক্তি সমৃদ্ধকৃত লবণ ও ভোজ্য তেল সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনে লবণ ও ভোজ্য তেল বিক্রয় বা সরবরাহ করলে অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৬। লবণ ও ভোজ্যতেল সংক্রান্ত অপরাধ পুনঃ সংঘটনের দণ্ড [ধারা-৫৫]

এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি পুনরায় একই অপরাধ করলে উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রয়েছে তার দ্বিগুন দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১

(২০২১ সনের ০৮ নং আইন)

আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ‘আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১০ নং আইন)’ রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করে ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে আইনটি জারি করা হয়। আইনটি অন্যান্য আইনের বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করে ওই সব আইনের অতিরিক্ত এবং ওই সব আইনের জন্য হানিকর নয় বলে গণ্য হবে। আইনটিতে নির্ধারিত মাত্রার আয়োডিন দ্বারা লবণ সমৃদ্ধকরণ ছাড়াও আয়োডিন সমৃদ্ধকৃত লবণ প্যাকেজিং ও মোড়কাবদ্ধকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। এসব নির্দেশনা লঙ্ঘন বা অমান্যকরণ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনটির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:

১। আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ বলতে বুঝায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য নির্ধারিত জাতীয় মান-মাত্রায় আহার্য এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার্য আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ। ধারা-২ (১) ও (২০)

২। আয়োডিনের জাতীয় মান-মাত্রা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, আয়োডিনযুক্ত লবণে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ থাকবে, যথা :-

(ক) অন্যূন ৯৬% ওজনের সোডিয়াম ক্লোরাইড;

(খ) অনধিক ১.০% ওজনের পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ;

(গ) অনধিক ৩.০% ওজনের সোডিয়ামক্লোরাইড ব্যতীত, পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ;

(ঘ) উৎপাদন পর্যায়ে ৩০-৫০ পিপিএম এবং খুচরা পর্যায়ে ২০-৫০ পিপিএম মাত্রার আয়োডিন; এবং

(ঙ) জলীয় অংশের পরিমাণ অনধিক ৬.০ শতাংশ। ধারা-১০

৩। (১) ভোজ্য লবণ পরিশোধনকারী ব্যক্তি, ভোজ্য লবণ সমৃদ্ধকরণের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য ধারা ১০ এর অধীন নির্ধারিত জাতীয় মান-মাত্রা অনুযায়ী নিজস্ব অভ্যন্তরীণ গুণগতমান নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) ভোজ্য লবণ পরিশোধনকারী ভোজ্য লবণ সমৃদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আয়োডিনের চালান এবং পরিমাণের হিসাব সংরক্ষণসহ উক্ত আয়োডিন ব্যবহারের পূর্বে যথাযথ স্থানে এবং উপযুক্ত অবস্থায় মজুত রাখবে।

(৩) প্রত্যেক ভোজ্য লবণ পরিশোধনকারী কারখানা তৎকর্তৃক সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য লবণের নমুনা কোনো অ্যাক্রোডিটেশন সনদপ্রাপ্ত পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা করাবে এবং নির্ধারিত মাত্রা অনুযায়ী সমৃদ্ধকরণ নিশ্চিত করবে। ধারা-১২

৪। (১) প্রত্যেক লবণ পরিশোধনাগার, অপরিশোধিত লবণ এমনভাবে পরিশোধন করবে যাতে মৌলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং পরিশোধিত লবণে কোনো মৃত্তিকাজাত বা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান না থাকে।

(২) ভোজ্য লবণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত সকল লবণ আয়োডিনযুক্ত হবে। ধারা-১৩

৫। (১) নির্ধারিত প্যাকেট ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে ভোজ্য লবণ বিক্রয়, গুদামজাত, বিতরণ বা সরবরাহ করা যাবে না।

(২) ভোজ্য লবণ স্বচ্ছ ও ফুড গ্রেড (Transparent and Food grade) প্যাকেটে বাজারজাত করতে হবে।

(৩) ভোজ্য লবণের প্রত্যেক প্যাকেটের উপর নিম্নরূপ তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে, যথা :-

(ক) উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) লবণের পরিমাণ এবং এর উৎপাদন, পরিশোধন, প্যাকেটজাত করার ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

(গ) ব্যাচ নম্বর;

(ঘ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য; এবং

(ঙ) লবণে আয়োডিন মিশ্রিতকরণ এবং এর পরিমাণ।

(৪) কোনো প্যাকেটে উল্লিখিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের অধিক মূল্যে ভোজ্য লবণ বিক্রয় করা যাবে না।

(৫) সকল ভোজ্য লবণের প্যাকেটে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন কর্তৃক অনুমোদিত লেবেল ব্যবহার করতে হবে। ধারা-১৯

৬।শিল্প লবণ হলুদ রং এর প্যাকেটে বাজারজাত করতে হবে।শিল্প লবণের প্যাকেটের আকার, পরিমাণ ও লিপিবদ্ধযোগ্য তথ্যাদি নির্ধারিত থাকবে। ধারা-২০

৭।কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার লবণ আমদানি, লবণ উৎপাদন, গুদামজাত, ভোক্তা পর্যায়ে পাইকারী সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা বা অন্য কোনো লবণ কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করার জন্য আইনের অধীন নিবন্ধিত হতে হবে। ধারা-২১

৮।পরিদর্শক লবণ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ তথ্য ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং যে কোনো লবণ কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকান, গুদাম বা কোনো স্থানে রক্ষিত লবণ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিদর্শন ও লবণের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং তা পরীক্ষার জন্য লবণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো গবেষণাগারে প্রেরণ করতে পারবেন। ধারা-২৫

৯। সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন, যথা :-

(ক) লবণ পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানায় এবং গুদামজাতকরণের স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন ও বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি;

(খ) লবণ পরিশোধন, আয়োডিনযুক্তকরণ বা গুদামজাতকরণ সংক্রান্ত হিসাব বই, রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পরীক্ষা;

(গ) লবণ পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও উপাদান পরীক্ষা এবং প্যাকেটকৃত লবণের ওজন পরীক্ষা;

(ঘ) লবণ পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও উপাদান পরীক্ষা এবং প্যাকেটকৃত লবণের ওজন পরীক্ষান্তে তা সঠিক পাওয়া না গেলে বা ত্রুটিযুক্ত পাওয়া গেলে তা আটক। ধারা-২৯

১০। আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে, যে সব পণ্য, উপাদান, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক সহযোগে ওই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে। ধারা-৩০

১১। আইনের অধীন নিবন্ধন গ্রহণ না করে কোনো প্রকার লবণ আমদানি বা লবণ গুদামজাত, ভোক্তা পর্যায়ে পাইকারি সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা পরিচালনা করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য অনধিক ২(দুই) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, কিন্তু ২০(বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নয়, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। ধারা-৩৩

১২। নির্ধারিত গুণগতমান নিশ্চিত না করে কোনো ব্যক্তি লবণ পরিশোধন করবেন না। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, কিন্তু ২০(বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নয়, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। ধারা-৩৪

১৩।নির্ধারিত মাত্রার আয়োডিনযুক্ত না করে কোনো ব্যক্তি ভোজ্য লবণ বিক্রয় করবেন না। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩(তিন) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ১৫(পনেরো) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, কিন্তু ২৫(পঁচিশ) হাজার টাকার নিম্নে নয়, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন ।তবে এজেন্ট, ডিলার বা সরবরাহকারীর কাছ হতে লবণ ক্রয় করে কেবল মুদি দোকানে খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে এই দন্ড প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া কোনো এজেন্ট, ডিলার বা সরবরাহকারীর যদি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, তিনি কেবল আয়োডিনযুক্ত বা প্যাকেটযুক্ত বা লেবেলযুক্ত লবণ সরবরাহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কোনো পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানার লবণ উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিলেন না, তাহলে তার ক্ষেত্রেও এই দন্ড প্রযোজ্য হবে না। ধারা-৩৫

১৪। (১) কোনো ব্যক্তি-

(ক) কোনো লবণ, প্যাকেটবিহীন বা লেবেলবিহীন অবস্থায়, কোনো এজেন্ট, ডিলার, সংরক্ষণকারী বা খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা সংরক্ষণ করবেন না;

(খ) নির্ধারিত প্যাকেট বা লেবেল ব্যতীত কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় করবেন না বা বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত, সরবরাহ, বিতরণ বা প্রদর্শন করবেন না; বা

(গ) আইন বা বিধি অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্যাকেট বা লেবেল ব্যতীত কোনো অ-ভোজ্য বা শিল্প লবণ বিক্রয় করবেন না বা বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত, সরবরাহ, বিতরণ বা প্রদর্শন করবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, কিন্তু ২০ (বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নয়, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ধারা-৩৬

১৫। কোনো ব্যক্তি লবণের প্যাকেটের উপর নির্ধারিত তথ্য, যেমন- সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, ব্যাচ নম্বর, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, কিন্তু ২০ (বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নয়, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ধারা-১৪

১৬। কোনো ব্যক্তি ভোজ্য লবণ হিসাবে আয়োডিনবিহীন লবণ উৎপাদন, বিক্রয়, বিতরণ, মজুত বা সরবরাহ করবেন না বা আয়োডিনবিহীন লবণ ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে কোনো খাদ্য প্রস্তুত করবেন না বা এমন কোনো সরঞ্জামাদি ব্যবহারে জন্য তৈরি করবেন না যাতে উক্তরূপ লবণ বা খাদ্য গ্রহণ কিংবা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ফলে অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন বা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, কিন্তু ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার নিম্নে নয়, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। তবে গৃহীত অর্থদন্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রদান করা যাবে। ধারা-৩৮

১৭। কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করবেন না; বা ভোজ্য লবণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞাপন তৈরি বা প্রচার করবেন না। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১(এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, কিন্তু ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার নিম্নে নয়, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ধারা-৩৯

১৮। প্রত্যেক লবণ পরিশোধনাগার বা কারখানা লবণ চাষীগণের কাছ হতে অপরিশোধিত লবণ ক্রয় এবং তা পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণ, বিক্রয়, বিতরণ, মজুত, সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষণ করবেন। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত লবণ পরিশোধনাগার বা কারখানা পরিচালনাকারী ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা, কিন্তু ২০ (বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নয়, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ধারা-৪০

১৯। আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বার কিংবা পৌনঃপুনিক অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে ওই দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ধারা-৪১

২০। যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কার্য করেন বা করা হতে বিরত থাকেন যা আইন বা বিধির কোনো বিধানের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করার সামিল, কিন্তু তজ্জন্য আইনে কোনো স্বতন্ত্র দণ্ডের বিধান রাখা হয়নি, তা হলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে কিন্তু ১০ (দশ) হাজার টাকার নিম্নে নয়, দণ্ডিত হবেন। ধারা-৪২

২১। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোষযোগ্য (compoundable) হবে। আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হবে। ধারা-৪৫

২২। আইন বা বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তা হলে ওই কোম্পানির মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করেছেন বলে গণ্য হবে। ধারা-৪৬

২৩। আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করতে পারবে। ধারা-৪৭

আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা, ২০২৪

আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ০৮ নং আইন)এর ধারা ৪৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই বিধিমালা জারি করা হয়। বিধিমালাটিতে ভোজ্য লবণে আয়োডিনযুক্তকরণ ও আয়োডিনযুক্ত লবণ প্যাকেজিং, বিক্রয়, সরবরাহ সংক্রান্ত নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছে:

ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণ (বিধি-৩)

(১) ভোজ্য লবণে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ১২৩৬ (বিডিএস ১২৩৬) অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রার আয়োডিন মিশ্রণ করতে হবে।

(২) সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ ব্যতীত অন্য কোনো লবণে আয়োডিন মিশ্রণ করা যাবে না।

(৩) নির্দিষ্ট অনুপাতে পটাশিয়াম আয়োডেট লবণে মিশ্রণ করে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন করতে হবে।

(৪) আয়োডিনযুক্ত লবণ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ১২৩৬ অনুযায়ী হতে হবে।

আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার (বিধি-৪)

আয়োডিনযুক্ত লবণ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে: যথা:

(ক) গৃহস্থালি বা রান্নার কাজে;

(খ) টেবিল সল্ট হিসেবে; এবং

(গ) বাণিজ্যিক লবণ হিসেবে। উল্লেখ্য 'বাণিজ্যিক লবণ' বলতে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিষেবায় ব্যবহৃত আয়োডিনযুক্ত লবণকে বুঝাবে।

ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী ও আয়োডিনযুক্তকারীর দায়িত্ব (বিধি-৫)

কোনো ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী বা পরিশোধনকারী বা আয়োডিনযুক্তকারী বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহের পূর্বে আয়োডিনযুক্ত লবণের মান ও মাত্রা নিশ্চিত করণসহ এবং নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে, যথা:-

(ক) নিয়মিতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন আয়োডিনযুক্ত লবণের নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কারখানার নিজস্ব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা;

(খ) যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা বা যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা;

(গ) প্রতিটি ব্যাচে নির্ধারিত মান ও মাত্রায় আয়োডিন মিশ্রিতকরণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

(ঘ) ভোজ্য লবণ উৎপাদন, আয়োডিনযুক্তকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিতরণ ও বিক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা; এবং

(ঙ) যথাযথভাবে লবণ রেজিস্টার ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।

মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহারের দায়িত্ব (বিধি-৬)

(১)মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির যে সব খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণে লবণ ব্যবহার হয়, ওইরূপ খাদ্যে আয়োডিনযুকত ভোজ্য লবণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ঐ খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকারী দায়ী থাকবেন।

(২) কোনো হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফুড-কোর্ট, ক্যান্টিন বা অন্য কোনো ফুড আউটলেট বা অনুরূপ স্থান বা ক্ষেত্র পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী করবেন। এজেন্ট, ডিলার, বিক্রেতা ইত্যাদির দায়িত্ব। বিধি-৭

কোনো এজেন্ট, ডিলার, সরবরাহকারী, সংরক্ষণকারী বা পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা আয়োডিনযুক্ত করা হয়নি বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত বা লেভেলজান করা হয়নি এরূপ কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করতে পারবেন না।

আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ (বিধি-৮)

(১) ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ হতে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।

(২) কোনো অবস্থাতেই মেয়াদোত্তীর্ণ আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণ করা যাবে না।

(৩)মেয়াদোত্তীর্ণ লবণ যার কাছ থেকে ক্রয় বা সংগ্রহ করা হয়েছে তার কাছে ফেরত প্রদান করতে হবে।**ভোজ্য লবণের প্যাকেট ও লেভেল (বিধি-৯)**

(১) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেট স্বচ্ছ ও ফুডগ্রেড হতে হবে।

(২) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেট পলিথিন দ্বারা তৈরি হলে ওই পলিথিনের পুরুত্ব হবে ন্যূনতাম ৭৫ (পঁচাত্তর) মাইক্রোমিটার।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ভোজ্য লবণের প্যাকেট তৈরি করা যাবে, যথা:-

(ক) প্যাকেট আর্দ্রতারোধক হবে এবং প্যাকেটের উপরিভাগ আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হলে এর অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে;

(খ) প্যাকেট বায়ুরোধক হবে;

(গ) প্যাকেট তৈরিতে এমন উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না, যা আয়োডিনযুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিকর হতে পারে;

(ঘ)প্যাকেট তৈরিতে কেবল ফুডগ্রেড উপাদান ব্যবহার করতে হবে;

(ঙ)প্যাকেট তৈরিতে নন-টক্সিক উপাদান ব্যবহার করতে হবে;

(চ) প্যাকেট দূষণমুক্ত, অক্ষত ও অটুট অবস্থায় থাকতে হবে; এবং

(৪)ভোজ্য লবণ উৎপদানকারী, পরিশোধনকারী, আয়োডিনযুক্তকারী আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ প্যাকেটজাত ও লেভেলজাত করে তা বিক্রয়, বিপণন, বাজারজাত, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করতে পারবে।

(৫)প্রতিটি প্যাকেটের লেভেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং ব্যবহার করে বাংলায় লিখতে হবে, যথা:-

(ক)ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) ভোজ্য লবণ ব্যবহারের ক্ষেত্রের নাম;

(গ) গ্রাম বা কিলোগ্রাম লবণের প্রকৃত (নিট) ওজন;

(ঘ) প্যাকেটজাত লবণের সর্বোচ্চ আর্দ্রতার মাত্রা;

(ঙ) আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ ও লট নম্বর;

(চ) মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ;

(ছ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা;

(জ) নিবন্ধন নম্বর, ব্যাচ নম্বরে এবং শনাক্তকরণ কোড;

(ঝ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য;

(ঞ) লবণে আয়োডিন মিশ্রিতকরণ এবং তার পরিমাণ;

(ট) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন কর্তৃক অনুমোদিত লেবেল ব্যবহার; এবং

(ঠ) ভোজ্য লবণ আয়োডিন দ্বারা আয়োডিনযুক্তকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা।

ভোজ্য লবণের প্যাকেটের ওজন (বিধি-১০)

আয়োডিনযুক্ত লবণের প্যাকেটের ওজন হবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) টেবিল সল্ট কাজে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতি প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হবে, যথাক্রমে ৫০ (পঞ্চাশ) গ্রাম, ১০০ (একশত) গ্রাম ও ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) গ্রাম; এবং

(খ) গৃহস্থালি বা রান্নার কাজে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতি প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হবে, যথাক্রমে ৫০০ (পাঁচশত) গ্রাম, ১০০০ (এক হাজার) গ্রাম বা ১ (এক) কেজি, ২০০০ (দুই হাজার) গ্রাম বা ২ কেজি, ৫০০০ (পাঁচ হাজার) গ্রাম বা ৫ কেজি এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) গ্রাম বা ১০ কেজি।

তদারকি ও পরিদর্শন (বিধি-১৮)

(১)বিসিক এর কোনো কর্মকর্তা বা পরিদর্শক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকর্তা তদারকি ও পরিদর্শনের জন্য ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী, আয়োডিনযুক্তকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, বাজারজাতকারী, আমদানিকারক, মজুতদারি ও বিক্রয়কারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কারখানা, দোকান, ভান্ডার, পরিবহন বা স্থাপনায় প্রবেশ করতে পারবেন।

(২) কর্মকর্তা বা পরিদর্শক, তদারকি ও পরিদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠান, কারখানা, দোকান, ভান্ডার, গুদাম, পরিবহণ ও স্থাপনা হতে পরীক্ষণের জন্য নমুনা হিসাবে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি প্যাকেট সংগ্রহ করে ওই প্যাকেটসমূহ সিলগালা করতে পারবেন।

(৩) সংগৃহীত নমুনার মধ্যে ১ (এক) টি নমুনা পরীক্ষণের জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করেতে হবে, যা প্রয়োজনে অভিযোগ বা মামলার আলামত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, ১(এক)টি নমুনা পরিদর্শন কর্মকর্তার কাছে এবং ১ (এক)টি নমুনা সিলগালাকৃত অবস্থায় সংগ্রহস্থানে মিল মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে থাকবে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব (বিধি-১৯)

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কারখানা, প্রতিষ্ঠান, দোকান, গুদাম বা অন্য কোনো স্থানে পরিচয়পত্র প্রদর্শনপূর্বক প্রবেশ করতে পারবেন;

(খ) পরিশোধনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, আয়োডিনযুক্তকারী, প্যাকেজিং, লেভেল লাগানোর যন্ত্রপাতি বা অনুরূপ বিষয়াদি পরীক্ষা করতে পারবেন;

(গ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্য লবণের প্যাকেট খুলতে ও পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন;

(ঘ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্য লবণের নমুনা সংগ্রহ করতে এবং ওই নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন;

(ঙ) পরিশোধন, আয়োডিনযুক্তকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া পরিদর্শন এবং তার সাথে সম্পৃক্ত দলিলাদি পরীক্ষা করতে এবং এর অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন;

(চ) আয়োডিনযুক্তকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার, এজেন্ট, শ্রমিক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং স্থাপনার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন; এবং

(ছ) যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত বা প্যাকেটকৃত নয় মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা যুক্তিসংগত কারণে লবণ জব্দ করতে পারবেন:

তবে জব্দকৃত লবণ যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত করা হবে বা প্যাকেটজাত করা হবে মর্মে মালিক অঙ্গীকারনামা প্রদান করলে যথাযথভাবে আয়োডিনযুকত বা প্যাকেটজাত নয় মর্মে তা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করে ফেরত প্রদান করতে পারবেন।

লবণ রেজিস্ট্রার (বিধি-২২)

প্রত্যেক নিবন্ধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি লবণ উৎপাদন, পটাশিয়াম আয়োডেট দ্বারা আয়োডিনযুক্তকরণ, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত রেজিস্টারে হালনাগাদ অবস্থায় সংরক্ষণ করবেন এবং এর অতিরিক্ত হিসেবে ঐ তথ্যাদি ইলেক্ট্রণিক পদ্ধতিতেও সংরক্ষণ করা যাবে।

পরিশিষ্ট ১

আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার উদ্ধৃতকৃত মূল বিধানসমূহ

১. ভোজ্য তেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩

সংজ্ঞা

ধারা-২(৬)।- ‘‘ভোজ্য তেল’’ অর্থ মানুষের আহার্য পরিশোধিত (Refined) বা অপরিশোধিত (Crude) কোনো উদ্ভিজ তেল (vegetable oil), যেমন সয়াবিন তেল (soyabean oil), পাম তেল (palm oil), পাম অলীন (palm olein), ইত্যাদি কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে ভোজ্য তেল হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোনো উদ্ভিজ তেল, তবে সরিষার তেল, নারিকেল তেল কিংবা অলিভ অয়েল, ইত্যাদি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

ভোজ্য তেলের বাধ্যতামূলক সমৃদ্ধকরণ

ধারা-৪। (১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তফসিল ১ এ বর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী ভোজ্য তেল ভিটামিন ‘এ’ দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সমৃদ্ধকরণ ব্যতিরেকে কোনো ভোজ্যতেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজারজাত করিতে পারিবে না।

পরিশোধিত ভোজ্য তেল আমদানীর ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ

ধারা-৫। কোনো ব্যক্তি তফসিলে-১ এ বর্ণিত মাত্রা অনুযায়ী ভিটামিন ‘এ’ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নাই এমন কোনো পরিশোধিত ভোজ্য তেল আমদানী করিতে পারিবে না।

ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধারের গায়ে ব্যবহার্য মোড়ক (label)

ধারা-৬। (১) ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকারী বা পরিশোধনকারী কর্তৃক বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা প্রদর্শিত ভোজ্য তেলের বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার বা জারের গায়ে তফসিল-২ এ উল্লিখিত সমৃদ্ধকরণ প্রতীক (fortification logo) সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মোড়কে ভোজ্য তেল ভিটামিন ‘এ’ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইয়াছে মর্মে একটি বিবৃতি বড় মাপে ও অক্ষরে, বাংলা ও ইংরেজীতে, বোধগম্য এবং অমোচনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যাহা সহজে দৃশ্যমান হয়।

খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতার দায়িত্ব

ধারা-৭। কোনো খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা ভিটামিন ‘এ’ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নাই বা ধারা ৬ এ বর্ণিত মোড়ক ব্যবহার করা হয় নাই এমন কোনো ভোজ্য তেল বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

হোটেল, রেস্তোঁরা এবং বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী

ধারা-৮। সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো হোটেল, রেস্তোঁরা কিংবা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত বা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভোজ্য তেল দ্বারা খাবার বা খাদ্যদ্রব্য তৈরী বা প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামুলকভাবে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহারের তারিখ নির্ধারণ করিবে।

কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

ধারা-১৫। এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক সংঘটিত হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, যে সকল ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উক্ত কোম্পানী বা ফার্মের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তাহারা উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

দণ্ড

ধারা-১৬।

১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৪ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য বিএসটিআই উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করিয়া থাকিলে তিনি অনধিক ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি ধারা ৫ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য বিএসটিআই উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করিয়া থাকিলে তিনি অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৬, ৭ বা ৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে, উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য বিএসটিআই উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(৬) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত অপরাধ পুনরায় বা পৌনঃপুনিকভাবে করিয়া থাকিলে তিনি অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ২০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৭) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশনা বা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, যাহার জন্য এই আইনে কোনো জরিমানা বা দণ্ডের বিধান নাই, তিনি অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অপরাধের বিচার, ইত্যাদি

ধারা-১৮।

(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোসযোগ্য (compoundable) হইবে।

(২) Code of Criminal Procedure,1898 (Act No v of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে, এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনে নির্ধারিত দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার

ধারা-২০। এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যে ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।

২. ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫ এর গুরুত্বপূর্ণ মূল বিধানসমূহ

বিধি-২। সংজ্ঞা:

(ঘ) 'পাত্র বা প্যাকেট" অর্থ ভোজ্য তেল বাজারজাত, বিপণন, বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ বা মজুতের জন্য ব্যবহৃত পাত্র, বোতল, প্যাকেট, টিন বা অন্যান্য আধার;

(ঙ) 'পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত" অর্থ সমৃদ্ধকরণ প্রতীক ও নির্ধারিত মোড়কসহকারে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত;

"মোড়ক" অর্থ সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেলের পাত্র বা প্যাকেটের গায়ে অঙ্কিত বা আটকানো মোড়ক;

বিধি-৩।

আবশ্যকীয় সাধারণ বিধান।-কোন পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা যদি অবগত হন যে, তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা ভোজ্য তেল যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত অথবা যথাযথভাবে পাত্রজাত বা প্যাকেটকৃত নয়, তাহা হইলে উক্ত পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা-

(অ) যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করিয়া অথবা পাত্রজাত বা প্যাকেট করিয়া পুনরায় প্রেরণ করিবার জন্য যাহার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার নিকট ফেরত প্রেরণ করিবেন; অথবা

(আ) উক্ত ভোজ্য তেলের পরিবর্তে যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত বা প্যাকেটকৃত ভোজ্য তেল সরবরাহের জন্য যাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন, তাহার নিকট ফেরত প্রেরণ করিবেন।

বিধি-৫।

ভোজ্য তেলের পাত্র বা প্যাকেট।- (১) নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভোজ্য তেলের পাত্র বা প্যাকেট তৈরি করা যাইবে, যথা :-

(ক) পাত্র বা প্যাকেটটি আর্দ্রতারোধক হইবে;

(খ) পাত্র বা প্যাকেটের উপরিভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হইলে উহার অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে;

(গ) পাত্র বা প্যাকেট তৈরিতে এমন উপকরণ ব্যবহার করা যাইবে না যাহা সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পাত্র বা প্যাকেট তৈরির উপকরণ এবং উহাদের অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) ভোজ্য তেল সমৃদ্ধকারী, উপ-বিধি (৪) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেল পাত্র বা প্যাকেটজাত করিয়া উহা বিক্রয়, বিপণন, বাজারজাত, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

(৪) তৈরিকৃত পাত্র বা প্যাকেটের নিম্নাংশে অন্তত শতকরা ২০ ভাগ ফাঁকা রাখিয়া উপরের অংশে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুসরণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং দ্বারা বাংলায় লিপিবদ্ধ বা সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা :-

(ক) ভোজ্য তেল সমৃদ্ধকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর;
(খ) ভোজ্য তেলের প্রকৃত পরিমাণ;
(গ) সমৃদ্ধকরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;
(ঘ) লট নম্বর এবং সনাক্তকরণ কোড;
(ঙ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য;
(চ) বিদ্যমান বিভিন্ন উপকরণ ও পুষ্টি উপাদানের নাম ও শতকরা হার;
(ছ) আইনের তফসিল-১ এ বর্ণিত মাত্রায় ভিটারিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত একটি ঘোষণা; এবং
(জ) আইনের তফসিল-২-তে উল্লিখিত সমৃদ্ধকরণ প্রতীক।

বিধি-৬।

ভোজ্য তেল আমদানি।-(১) কোন ব্যক্তি সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেল ব্যতীত অন্য কোন পরিশোধিত ভোজ্য তেল আমদানি করিতে পারিবেন না।

বিধি-৭।

পরিদর্শনকালে অনুসরণীয় বিধান।-(১) ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসরণ করিবেন, যথা:-

(ক) পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কারখানা, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;
(খ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন;
(গ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্য তেলের পাত্র বা প্যাকেট খুলিতে ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন;
(ঘ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা মজুদকৃত ভোজ্য তেলের নমুনা সংগ্রহ করিতে এবং উক্ত নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;
(ঙ) পরিশোধন, সমৃদ্ধকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন;
(চ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সহিত সম্পৃক্ত দলিলাদি পরীক্ষা এবং উহার অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন;
(ছ) সমৃদ্ধকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার, এজেন্ট, শ্রমিক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং স্থাপনার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে বা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শন বা অনুসন্ধানের সময় তাহার পরিচয়পত্র প্রদর্শন করিবেন।

৯। নিশ্চয়তা প্রদান।-প্রত্যেক আমদানিকারক, পরিশোধনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, বাজারজাতকারী এবং বিপণনকারী যাহার নিকট বিক্রয় করিবেন তাহাকে যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে এবং যথাযথভাবে সমৃদ্ধকৃত না হইবার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

ধারা-১৬। দণ্ড।-(৭) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশনা বা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, যাহার জন্য এই আইনে কোনো জরিমানা বা দন্ডের বিধান নাই, তিনি অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা অনুর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮

সংজ্ঞা:

ধারা-২ (৪): ‘‘দ্রব্য’’ অর্থ উৎপাদিত বা প্রাকৃতিক, অথবা আংশিক উৎপাদিত বা আংশিক প্রাকৃতিক, অথবা কাঁচা বা আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাতকৃত বা উৎপাদিত কোনো বস্তু;

ধারা-২(১৫): ‘‘মার্ক’’ অর্থ কোনো ডিভাইস, ব্রান্ড, শিরোনাম (heading), লেবেল, টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, প্রতীক, সংখ্যা, সংখ্যাযুক্ত উপাদান বা রং এর সমন্বয়, এবং উহাদের যে কোনোরূপ সমন্বয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ধারা-সংজ্ঞা ২(১৭)। “লেবেল অর্থ কোনো পণ্যের পরিচিতি, গঠন, উপাদান, গুণাগুণ, ব্যবহারের নির্দেশনা বৈশিষ্ট্য, ওজন, পরিমাণ, মূল্য, উৎপাদন বা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত পণ্য বা পণ্যের ধারক বা ট্যাগে লিখিত, মুদ্রিত বা চিত্রিত কোনো কিছু প্রদর্শন অথবা উক্ত পণ্য সম্পর্কিত মুদ্রিত বিবরণ (Literacy) বা উহার সহিত যুক্ত এইরূপ অন্যান্য উপাদান।

অন্য আইনের অধীন ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করা

ধারা-৩। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন গৃহীত কার্যধারা বা ব্যবস্থা অন্য কোনো আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থার অতিরিক্ত হইবে এবং অন্য আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

কতিপয় পণ্য বিক্রয়, বিতরণ, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা

ধারা-২১। (১) সরকার, ইনস্টিটিউশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে উহাতে বর্ণিত কোনো পণ্যের, যাহা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে না, বিক্রয়, বিতরণ এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ, প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের কম হইবে না।

(২) সরকার, কোনো পণ্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে, উহা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, স্ট্যান্ডার্ড মার্ক দ্বারা চিহ্নিত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) কোনো পণ্য বা উহার সহিত যুক্ত আবরণ বা লেভেল স্ট্যান্ডার্ড মার্ক দ্বারা চিহ্নিত থাকিলে উক্ত পণ্য স্ট্যান্ডার্ড মার্ক দ্বারা চিহ্নিত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত ‘‘আবরণ’’ অর্থ যে কোনো প্রকারের ছিপি, পিপা, বোতল, পাত্র, বাক্স, ঝাঁজর (crate), ঢাকনা, ক্যাপসুল, খাপ, ফ্রেম, মোড়ক, অথবা অন্যান্য আধার।

পরিদর্শক

ধারা-২২। (১) ইনস্টিটিউশন, কোনো দ্রব্য বা প্রক্রিয়ায় বা কোনো প্যাটেন্টের শিরোনামে, অথবা কোনো ট্রেড মার্ক বা ডিজাইনে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড মার্ক অনুচিতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা উহা পরিদর্শন এবং তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান সাপেক্ষে, একজন পরিদর্শকের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহৃত কোনো পণ্য বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোনো কার্যক্রম পরিদর্শন;

(খ) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বস্তু বা মালামাল অথবা পণ্যের নমুনা সংগ্রহ;

(গ) সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারের ন্যায় এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সম্পর্কে তল্লাশি, আটক বা তদন্ত; এবং

(ঘ) অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ।

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শককে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগের সনদপত্র প্রদান করা হইবে এবং পরিদর্শকগণ চাহিবামাত্র উহা প্রদর্শন করিবেন।

ধারা ২১ লঙ্ঘনের দণ্ড

ধারা-২৯। কোনো ব্যক্তি যদি ধারা ২১ এর অধীন জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপনের বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইল উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৪ (চার) বৎসর কারাদণ্ড, অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পরিদর্শককে তাহার দায়িত্ব পালনকালে বাধা প্রদানের দন্ড

ধারা-৩০। কোনো ব্যক্তি যদি পরিদর্শক কর্তৃক সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করেন, অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১(এক) বৎসর কারাদন্ড, অথবা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, তবে ১০ (দশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অপরাধ পুনঃসংঘটনের দন্ড

ধারা-৩২। এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দন্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অপরাধের বিচার

৩৪। (১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) ধারা ২৯ বা, ক্ষেত্রমত, অন্য কোনো ধারায় বর্ণিত অপরাধ পুনঃসংঘটনের ক্ষেত্রে উহার বিচার ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ

ধারা-৩৫। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন অপরাধের ক্ষেত্রে, উক্ত আইনের তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

বাজেয়াপ্তযোগ্য দ্রব্যাদি

ধারা-৩৭। (১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধ যে দ্রব্য বা বস্তু সম্পর্কে বা যাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে উহা বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো দ্রব্য, ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পর, অবিলম্বে মহাপরিচালকের নিকট, অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইনস্টিটিউশনের কোনো কর্মচারীর নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে উহা ধ্বংস বা নিষ্পন্নের ব্যবস্থা করিবেন।

কারখানা, ইত্যাদি বন্ধের ক্ষমতা

ধারা-৩৮। (১) কোনো দ্রব্য পরীক্ষার পর, যদি দেখা যায় যে, উহা ইনস্টিটিউশন কর্তৃক উক্ত দ্রব্য সম্পর্কে নির্ধারিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডের অনুরূপ নহে, অথবা ২০ এর শর্ত অনুসরণ ব্যতীত বাংলাদেশের বাহিরে লইয়া যাওয়া বা প্রেরণ করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে বা ধারা ২১ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এমন কোনো দ্রব্য বিক্রয়, বিতরণ বা উহার বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইতেছে, তাহা হইলে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইনস্টিটিউশনের কোনো কর্মচারী লিখিত আদেশ দ্বারা, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা অথবা উক্ত দ্রব্য যে প্রাঙ্গণে গুদামজাত রহিয়াছে উহা বন্ধ করিতে পারিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন বন্ধকরণের আদেশ প্রদান করা হইলে, তিনি এইরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ''প্রাঙ্গণ'' অর্থে নিম্নবর্ণিত স্থান, পণ্যাগার, আবাসস্থল, যানবাহন, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) কোনো স্থান, যেখানে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, স্বয়ং বা কোনো এজেন্টের মাধ্যমে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কোনো ব্যবসায়, শিল্প, উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য পরিচালনা করা হয় ;

(খ) কোনো পণ্যাগার (ware house), গুদাম বা অন্য কোনো স্থান, যেখানে কোনো দ্রব্য বা দ্রব্যাদি গুদামজাত, প্রদর্শন বা ক্রয়-বিক্রয় করা হয় ;

(গ) কোনো আবাসস্থল, যদি উহার কোনো অংশ কোনো ব্যবসায়, শিল্প, উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়; এবং

(ঘ) কোনো যাহবাহন বা জলযান বা অন্য যে কোনো চলমান যন্ত্র, যাহার সাহায্যে কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়।

৪. ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮

ধারা-২: সংজ্ঞা-৩১: "মোড়কজাত পণ্য" অর্থ পাইকারী বা খুচরা যে ভাবেই হোক না কেন, একক মাত্রায় বিক্রয় উপযোগী কোনো বোতলে, মোড়কে বা অন্য কোনোভাবে পূর্ব-মোড়কজাত পর্ণ (Pre-packaged Goods).

ধারা-২, সংজ্ঞা-৩৬; "লেবেল" অর্থ লিখিত মার্কযুক্ত, স্ট্যাম্পযুক্ত, ছাপানো বা গ্রাফিক ডিজাইনকৃত কোনো বস্তু, যাহা কোনো পণ্য বা মোড়কের উপর লাগানো থাকে বা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ধারা-৩: আইনের প্রাধান্য: আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

ধারা-১৬: আবদ্ধ মোড়ক ও ধারণপাত্রের অভ্যন্তরস্থ বস্তু পরিদর্শন এবং প্রতিপাদনের ক্ষমতা: (১) যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আবদ্ধ মোড়ক বা ধারণপাত্রে নিট ওজনের বা পরিমাণের পণ্য নাই, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শক মোড়ক বা ধারণপাত্র খুলিতে পারিবেন এবং অভ্যন্তরস্থ বস্তুর ওজন বা পরিমাণ প্রতিপাদন করিতে পারিবেন। (২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিপাদনের মাধ্যমে অভ্যন্তরস্থ বস্তুর নিট ওজন বা পরিমাণ (ক) মোড়ক বা ধারণপাত্রে নির্দেশিত পরিমাণের সমান পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শক মোড়ক বা ধারণপাত্রের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর ক্ষতিসাধন ব্যতীত, পুনরায় আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিবেন; (খ) মোড়ক বা ধারণপাত্রের নির্দেশিত পরিমাণের সমান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শক মোড়ক বা ধারণপাত্র বা ইহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু বাজেয়াপ্ত বা আটক করিতে পারিবেন।

ধারা-১৮: উৎপাদনকারী, মোড়কজাতকারী, ইত্যাদি কর্তৃক রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ: ওজন বা পরিমাপন যন্ত্রের উৎপাদনকারী, মেরামতকারী বা ডিলার এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে উহার ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এবং মোড়কজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও মোড়কজাতকারী এতদসম্পর্কিত রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শক তলব করিলে, এইরূপ রেকর্ড ও দলিলপত্র তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা-১৯: প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা: কোনো পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শন বা সত্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন, এবং যে কোনো ব্যবসায়ী বা কর্মচারী বা ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, অথবা যে কোনো ওজন বা পরিমাপন, ওজন বা পরিমাপন যন্ত্র বা মোড়কজাত পণ্য বা যে কোনো দলিল বা তৎসংশ্লিষ্ট রেকর্ড অনুসন্ধানের জন্য তাহার সম্মুখে আনয়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যবসায়ী বা কর্মচারী বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা-২৪, পণ্য মোড়কজাতকরণ: (১) কোনো ব্যক্তি মোড়কজাত কোনো পণ্য-

(ক) তৈরি, উৎপাদন, মোড়কজাত বা বিক্রয় করিবেন না, বা মোড়কজাত বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন না;

(খ) পরিবেশন বা সরবরাহ করিবেন না অথবা পরিবেশন বা সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন না।

(গ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা অধিকারে রাখিবেন না; যদি না পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণের নিবন্ধন সনদপত্র থাকে এবং এইরূপ মোড়কের উপরিভাগে প্যানেলে বাংলা ভাষায় (বাংলা ভাষার অক্ষরের আকৃতিকে অধিক প্রাধান্য দিয়া) নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ সকল ঘোষণা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংযোজিত থাকে-

(অ) মোড়কের ভিতরের পণ্যের পরিচয়।

(আ) মোড়কের ভিতরের পণ্যের নিট পরিমাণ এবং পণ্য মোড়কজাত করিবার নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা।

(ই) মোড়কের মধ্যে ধারণকৃত পণ্যের সঠিক সংখ্যা, যদি উক্তরূপ পণ্য সংখ্যার দ্বারা মোড়কজাত করা হয় বা বিক্রয় করা হয়।

(ঈ) মোড়কজাত পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য

(উ) পণ্য উৎপাদনের তারিখ ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; এবং

(ঊ) উৎপাদনকারী, মোড়কজাতকারী, পরিবেশক বা বিপণনকারীর নাম এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ ঠিকানা।

ব্যাখ্যা: প্যানেল" অর্থ কোনো মোড়কের পৃষ্ঠদেশের সেই অংশ যেখানে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে, এবং লেবেলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ১৪৮৮২ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, নভেম্বর ১৪, ২০১৮ (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক পণ্যের মোড়কের মূল প্রদর্শনী প্যানেলে

পণ্যের পরিচয় ও পরিমাণ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত থাকিতে হইবে। ব্যাখ্যা। “মূল প্রদর্শনী প্যানেল” অর্থ কোনো মোড়কের প্যানেলের সেই অংশ যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় বা বিক্রয় বা, বিপণনের সময় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অধিক দৃষ্টিগ্রাহ্য বা আকর্ষণীয় করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো পণ্যের মোড়ক বা উহার উপরিস্থিত লেবেলে অভ্যন্তরস্থ পণ্যের ওজন, পরিমাণ বা সংখ্যামানের ঘোষণা থাকে, সেইক্ষেত্রে মোড়ক বা লেবেলে এইরূপ ঘোষণায় নিট পরিমাণ উল্লেখের ক্ষেত্রে নিট পরিমাণ সংক্রান্ত একটি বিবৃতিও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) মোড়কের উপরে ওজন, পরিমাণ বা সংখ্যাকে সীমিত বা বর্ধিত করিবার প্রবণতা সংক্রান্ত কোনো বর্ণনা এবং অভ্যন্তরস্থ বস্তু সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৫) মোড়কজাতকৃত কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে খুচরা মূল্য বর্ণিত হইলে সেইক্ষেত্রে পণ্যের নিট পরিমাণ বা সংখ্যার বিষয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য ঘোষণা এবং উহার একক খুচরা বিক্রয় মূল্যও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৬) কোনো ব্যক্তি মোড়কের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর সুরক্ষা ব্যতীত নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোড়কে উহার চাইতে কম পণ্য বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে মোড়কজাত করিতে পারিবেন না।

(৭) মোড়কজাতকৃত কোনো মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য কোনো উৎপাদনকারী, মোড়কজাতকারী, সরবরাহকারী বা পাইকারী বা খুচরা বিপণনকারী বিক্রয়ের উদ্দেশে প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না।

(৮) স্থানীয়ভাবে মোড়কজাতকৃত এবং নিবন্ধনকৃত পণ্যের মোড়কের গায়ে ঘোষিত ওজন বা পরিমাণের সহিত লোগো বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করিতে হইবে।

ধারা-৩৬: ধারা ১৮ লঙ্ঘনের দণ্ড: কোনো ব্যক্তি যদি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোনো রেকর্ড বা দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ বা অপারগ হন, অথবা পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া, কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ ব্যতীত, কোনো রেকর্ড বা দলিলপত্র উপস্থাপনে ব্যর্থ বা অপারগ হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪১: ধারা ২৪ লঙ্ঘনের দণ্ড: কোনো ব্যক্তি যদি ধারা ২৪ বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়া, মোড়কজাত আকারে, যে কোনো পণ্য বিক্রয়, পরিবেশন, সরবরাহ বা হস্তান্তর করেন অথবা পরিবেশন বা সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি, অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৫২: যেক্ষেত্রে দণ্ডের বিধান নির্দিষ্ট নহে: কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন, যাহা লঙ্ঘনের জন্য এই আইনে দণ্ডের বিধান নাই, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫. পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১

বিধি-৩। মোড়কজাত পণ্য বিক্রয়ের বিধান।—কোনো ব্যক্তি কোনো পূর্ব-মোড়কজাত পণ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মোড়কের উপরে আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ঘোষনা প্রদান বা ঘোষণাযুক্ত লেবেল যুক্তকরণ ব্যতিরেকে, বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহ করিতে পারিবে না বা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

বিধি-৪। নির্দিষ্ট পরিমাণে বা সংখ্যায় ও মানসম্মত মোড়কে পণ্য মোড়কজাতকরণ ও বিক্রয়। —(১) কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য-সামগ্রী এই বিধিমালার তপশিল ২-এ উল্লেখিত নির্ধারিত পরিমাণে ও মানসম্মত মোড়কে মোড়কজাতকরণ ব্যতিরেকে বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহ করিতে পারিবে না বা করার অনুমতিও প্রদান করিতে পারিবেন না।

তপশিল-৩

ক্রম	পণ্য	মোড়কজাত করার পরিমাণ
০১	০২	০৩
১০	এডিবল অয়েল, বনস্পতি, ঘি, বাটার অয়েল	৫০ গ্রাম এর নিচের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নাই, ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৪৫০ গ্রাম (ঘি এর জন্য), ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ২ কেজি, ৩ কেজি, ৪ কেজি, ৫ কেজি, ৬ কেজি, ৭ কেজি, ৮ কেজি, ৯ কেজি, ১০ কেজি এবং পরবর্তী ৫ কেজি এর গুণিতক পর্যন্ত। পরিমাণ ভলিউমে ঘোষণা করিবার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা মিলিমিটার এবং লিটারে উল্লেখ করিতে হইবে।এডিবল ওয়েল এর পরিমাণ ভলিউমে ঘোষণা করিতে হইবে।

বিধি-৩৬। বিধিমালা লঙ্ঘনের দন্ড।- যদি কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, অথবা কোন মোড়কের কোন ঘোষণা এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনপূর্বক বিকৃত, বিচ্যুতি বা পরিবর্তন করেন তবে তাহাকে অধ্যাদেশ এর বিধান অনুযায়ী জরিমানা করা যাইবে।

ধারা-৭৪। (১) (1) Standard of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982), অতপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লেখিত, এতদ্দারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ, সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন-

(ক) কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) চলমান কোনো কার্যক্রম, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

(ঘ) প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন এবং সুপারিশ উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উহা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

ধারা-২। সংজ্ঞা।- (৩) "খাদ্য" অর্থ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য (যেমন-খাদ্যশস্য, ডাল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্য-তৈল, ফলমূল, শাকসব্জি, ইত্যাদি) বা পেয় (যেমন- সাধারণ পানি, বায়ুবায়িত পানি, অঙ্গারায়িত পানি, এনার্জি-ড্রিংক, ইত্যাদি)-সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আংশিক-প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য উৎপাদন এবং খাদ্য, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামালও, যাহা মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ব্যাখ্যা:

ক) আহার্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত রঞ্জক, সুগন্ধি, মশলা, সংযোজন-দ্রব্য, সংরক্ষণ- দ্রব্য, এন্টি-অক্সিডেন্ট, যাহা মূল আহার্য নহে কিন্তু খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা খাদ্য বলিয়া ঘোষিত দ্রব্যাদি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে ঔষধ, ভেষজ, মাদক ও সৌন্দর্য সামগ্রী, ইত্যাদি খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ধারা-২, সংজ্ঞা: (১৫) "ধারণপাত্র" অর্থ ইতোপূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোন স্বাস্থ্য হানিকর পাত্র হইতে প্রস্তুত নয়, এইরূপ কোন আধার বা মোড়ক, যাহা ধূলাবালি, অননুমোদিত মাত্রার জৈব বা রাসায়নিক দূষক, আর্সেনিক, পারদ বা স্বাস্থ্য হানিকর ভারী-ধাতু হইতে মুক্ত;

ধারা-৩২: খাদ্য মোড়কীকরণ ও লেবেলি: কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে-

(ক) প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল সংযোজন ব্যতিরেকে কোন প্যাকেটকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(খ) খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে, পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে, দফা (ক) তে উল্লিখিত লেবেলে কোনো মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপ-কৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধি বলিয়া দাবী অথবা উৎসস্থল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কোনো ব্যক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না।

(গ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎস-শনাক্তকরণ তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে প্যাকেটকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(ঘ) প্যাকেটকৃত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করিয়া বা মুছিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

ধারা- ৪১: বিজ্ঞাপনে অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য: কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিপণন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদান করিয়া অথবা মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য প্রদান করিয়া ক্রেতার ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না।

ধারা-৪২, মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, বা প্রচার:

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বর্ণনা সম্বলিত কোনো বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার করিতে পারিবেন না যাহার দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হইতে পারে।

(২) এই ধারার অধীন আনীত কোনো মামলায় বিবাদিকে, আত্মপক্ষ সমর্থনে, প্রমাণ করিতে হইবে যে, (ক) উক্তরূপ অসত্য তথ্য সম্বলিত বিজ্ঞাপনের বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না অথবা বিষয়টি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহার নিকট প্রতিভাত হয় নাই; এবং

(খ) বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারকারী হিসাবে তিনি সাধারণ ব্যবসায়িক পক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনটি প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, ভিন্নরূপ না হইলে, আদালত এই মর্মে বিবেচনা করিতে পারিবে যে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা বিক্রয়কারী কর্তৃক উক্ত বিজ্ঞাপন, প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারের প্রয়াস বা সহায়তা করা হইয়াছে।

ধারা-৪৪, উৎপাদনকারী, মোড়ককারী, বিতরণকারী এবং বিক্রয়কারীর বিশেষ দায়বদ্ধতা: (১) কোন খাদ্যাদ্রব্য বা খাদ্যেপকরণ উৎপাদনকারী বা মোড়ককারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে উহা এই আইনের লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদকারী বা বিতরণকারী এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোনো খাদ্য সরবরাহ করেন।

(খ) উৎপাদনকারী ঘোষিত সাবধানতা সংক্রান্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করিয়া খাদ্য মজুদ বা বিতরণ করেন।

(গ) খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন।

(ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করেন।

(৩) কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রেতা কোনো খাদ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোনো খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন অথবা বিক্রয়স্থলে মজুদ রাখেন।

(খ) অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় কোনো খাদ্য বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ বা মজুদ করেন অথবা বিক্রয় করেন।

(গ) খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন।

(ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহাকে বা বিতরণকারী বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও মজুদ অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন।

ধারা-৫৫, ভেজাল খাদ্য জব্দ করিবার ক্ষমতা: (১) পরিদর্শক, মধ্যরাত হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় ব্যতীত, যে কোনো সময়ে।

(ক) খাদ্য বিপণনের সরবরাহ স্থল, সরবরাহ পথ, মজুদস্থল বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহারযোগ্য যে কোন বস্তুর অবস্থা, স্থান অথবা উহার উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন; এবং

(খ) খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য রক্ষিত উপকরণ বা এইরূপ যে কোনো বস্তু এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণনের জন্য ব্যবহৃত যে কোনো কৌটা বা ধারণপাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে কোন পরিদর্শন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিদর্শককে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শন এবং পরীক্ষাকালে যদি পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণন সংক্রান্ত কাজে নির্দিষ্ট কোনো জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান যাহা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা অনুপযোগী বা ভেজাল, তাহা হইলে তিনি ঐ সকল বস্তু বা উহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোনো কিছু জব্দের ক্ষেত্রে কোেন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে যে কোন খাদ্য, উপকরণ বা বস্তুকে ভেজাল বা দূষিত হিসাবে বিশ্বাস করিয়া জব্দ করা হইলে পরিদর্শক জব্দকৃত নমুনাকে ধারা ৪৮ এর বিধান অনুসারে, যথাশীঘ্র সম্ভব, পৃথক করিয়া, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সকল নমুনা বণ্টন ও হস্তান্তর করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান বা উহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিবার ক্ষেত্রে, জব্দকারী,

(ক) খাদ্যদ্রব্য, জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান অবিলম্বে অপসারণ করিবেন; এবং

(খ) অপসারণের পর উহাদিগকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্ন ও সীলমোহর প্রদান করিয়া নিরাপদ হেফাজতে রাখিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫৬ বা ৫৭ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান অনুসারে পরিচালিত কোনো অপসারণ কার্যকে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না এবং কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ খাদ্যদ্রব্য পদার্থ, বা ধারণপাত্র উপ-ধারা (৬) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে রক্ষিত হেফাজত হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন না বা হেফাজতে থাকাকালীন উহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

ধারা- ৫৭, জব্দকৃত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ, পদার্থ ও ধারণপাত্র নিষ্পত্তি:

(১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিদর্শক বা এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অধীন যে কোনো জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা যে কোনো উপকরণ, পদার্থ, বা ধারণপাত্র পরিদর্শক কর্তৃক জব্দ করা হইলে, ধারা ৫৬ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ, পদার্থ, ধারণপাত্র ধ্বংস করা না গেলে, যে ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় উহা জব্দ করা হইয়াছে তাহাকে উক্তরূপ জব্দের বিষয়টি এইমর্মে অবহিত করিতে হইবে যে, জব্দকৃত বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্রটি এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

(২) এই আইনে বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হউক বা না হউক, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিবেচনার জন্য কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি গ্রহণের পর, যদি মনে করেন যে, উক্ত- (ক) খাদ্যদ্রব্য, জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা দুষিত বা ভেজাল-মিশ্রিত; অথবা (খ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ধারণ পাত্রটিতে কোনো ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য, মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা দুষিত খাদ্য উৎপাদন বা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে বা ধারণপাত্রটিতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী কোনো বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ রহিয়াছে, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতঃ কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ উহা ধ্বংস করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে কর্তৃপক্ষ উহা ধ্বংস বা অন্য কোনো ভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ধারা- ৫৯, কোম্পানী কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন: (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকার, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্তা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে পৃকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় (ক) 'কোম্পানী' অর্থে যে কোন সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সঙ্ঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭. মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা- ২০১৭

বিধি- ৪, মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর সাধারণ শর্তাবলি, ইত্যাদি। (১) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:

(ক) দেশে প্রস্তুতকৃত মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে প্রদেয় সংশ্লিষ্ট তথ্য বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; তবে, প্রয়োজনে, বাংলার পাশাপাশি এক বা একাধিক বিদেশি ভাষাও ব্যবহার করা যাইবে।

(খ) আমদানিকৃত মোড়কাবদ্ধ খাদ্য দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, লেবেল বিদেশি ভাষায় হইলে, বাংলা ভাষাতেও লেবেল বা একটি সাব-লেবেল সংযুক্ত করিতে হইবে।

(গ) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেল, ধারণপাত্র বা প্যাকিং এর অভ্যন্তরস্থ খাদ্য ও খাদ্য- সংযোজনকারী দ্রব্য সংক্রান্ত তথ্যাদির ঘোষণা সম্বলিত হইতে হইবে।

(ঘ) খাদ্য ভোক্তার জন্য যথাসম্ভব সহজবোধ্যভাবে খাদ্যের নাম ও উপকরণের তালিকা বা বিবরণ লেবেলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঙ) লেবেল অনাবৃত, সহজে দৃশ্যমান ও সহজপাঠ্য হইতে হইবে এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করিয়া, মোড়কের আয়তন অনুপাতে ফন্টের আকার নির্ধারণ করিতে হইবে।

(চ) মোড়ক হইতে লেবেলের বিচ্ছিন্নতা রোধকল্পে, মোড়কের ধরন অনুযায়ী, যথাযথ পক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে;

(ছ) লেবেলে, ক্ষেত্রমত, প্রতি ১০০ গ্রাম বা ১০০ মি.গ্রা. পরিমাণে অথবা প্রত্যেক পরিবেশনায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিগত উপাদানের উপস্থিতি ঘোষণা করিতে হইবে; তবে কৃষিজাত কাঁচামাল, যেমন-শস্য, শাকসজ্জি, মশলা, চিনি ও অপুষ্টিদায়ক দ্রব্যাদির পুষ্টিগত উপাদানের তথ্যাদি উল্লেখের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

(জ) মোড়কের দৃষ্টিগোচরিভূত স্থান (field of vision) ১০০ বর্গসেন্টিমিটার অপেক্ষা কম আয়তন বিশিষ্ট হইলে লেবেলে সংশ্লিষ্ট উপকরণের তালিকা, পুষ্টিগত তথ্যাবলি ও ব্যবহার বিধি উল্লেখ করিতে হইবে না, যদি

(অ) পাইকারি পর্যায়ের মোড়কে উক্ত তথ্যাবলি সন্নিবেশ নিশ্চিত করা হয়; এবং

(আ) খুচরা ক্রেতাগণের চাহিদা অনুসারে লিফলেট আকারে উক্ত তথ্যাদির অনুলিপি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

(২) লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:

(ক) উৎপাদক, মোড়কজাতকারী, সরবরাহকারীবা বাজারজাতকারীর নাম ও ঠিকানা।

(খ) খাদ্য উপাদান বা উপকরণের ধরন ও নাম (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম)।

(গ) ব্যাচ, কোড বা লট নম্বর।

ঘ) নেট ওজন বা আয়তন বা সংখ্যা ও মোট ওজন।

(ঙ) উৎপাদনের তারিখ (Date of Manufacture)

(চ) মোড়কীকরণের তারিখ (Date of Pakaging)

(ছ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ।

(জ) উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ।

(ঝ) পুষ্টিগত তথ্যাবলি।

(ঞ) খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য এবং

(ট) নির্দেশনা ব্যতীত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব না হইলে, উহার ব্যবহার নির্দেশনা।

(৩) ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক লেবেলে সুস্পষ্টভাবে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:

(ক) একাধিক স্থলে প্রস্তুতকরণ ইউনিট সম্পন্ন প্রস্তুতকারকের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয়ের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা।

(খ) প্রস্তুতকারক, মোড়কজাতকারক, বোতলজাতকারক বা টিনজাতকারক একাধিক সত্তা হইলে, সকল সত্তার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা।

(গ) চুক্তিভিত্তিক প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যে প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা এবং বাজারজাতকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা।

(৪) আমদানিকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা ছাড়াও আমদানিকারকসহ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুনঃমোড়কজাতকারক, পুনঃবোতলজাতকারক, পুনঃটিনজাতকারক, বিতরণকারী এবং এজেন্টের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত আমদানি নীতি আদেশে এতদ্বিষয়ে কোনো নির্দেশনা থাকিলে উহাও বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে : আরও শর্ত থাকে যে, লেবেলে এইরূপ কোন শব্দ বা অভিব্যক্তি প্রকাশ বা ঘোষণা করা যাইবে না, যাহাতে ধারণা হয় যে, আমদানিকৃত পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য অপেক্ষা উন্নতমানের।

(৫) মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের উৎস সনাক্তকরণের নিমিত্ত উহার প্রস্তুতকারীকে, যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, লেবেলে রেখা সংকেত প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে; তবে, রেখা সংকেতের ব্যবহার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত, উৎস সনাক্তকরণের যাবতীয় তথ্য, যেমন-কাঁচামাল, খাদ্যোপকরণ এবং মোড়কজাত খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণের সকল ধাপের তথ্যাদি, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং চাহিবা মাত্র উহা খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৬) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের স্বার্থে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কীকরণ, সংরক্ষণ, মজুদ, পরিবহন এবং পরিবেশনার সহিত সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশনা, যদি থাকে, মোড়কাবদ্ধ খাদ্যেও লেবেলে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) লেবেলে 'চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ বা সমতুল্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত' ধরনের কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ বা ঘোষণা করা যাইবে না, যাহা হইতে ক্রেতা বিভ্রান্ত হইতে পারে।

(৮) খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে উহার পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে লেবেলে কোনো মিথ্যা তথ্য, দাবি বা অপকৌশল অথবা "রোগ নিরাময়কারী", ইত্যাদি ধরনের কোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য বা দাবি এবং উৎসস্থল সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তিকর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা তদ্দকর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান সম্বলিত সিল প্রদান করা যাইবে।

(৯) মোড়কাবদ্ধ কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি কাটিয়া বা মুছিয়া পরিবর্তন করিয়া কোনো খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(১০) রপ্তানিযোগ্য খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লি দেশের বা অঞ্চলের ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথভাবে লেবেলিং করিতে হইবে। ব্যাখ্যা। এই প্রবিধানে উল্লিখিত

(ক) "উৎস সনাক্তকরণ (Traceability) বলিতে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে উৎপাদন, পক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণনের সুনির্দিষ্ট ধাপসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবং উহার উপাদানসমূহের আদি উৎস সন্ধান করিবার সক্ষমতাকে বুঝাইবে।

(খ) "ব্যাচ (Batch)", "কোড (Code)" বা লট (Lot)" বলিতে সর্বশেষ উৎপাদিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্যকে বুঝাইবে, যাহা একই পক্রিয়ায় ও পরিবেশে উৎপাদন করা হইয়াছে।

(গ) "মোট ওজন" বলিতে ধারণ-পাত্রের ওজনসহ ধারণ-পাত্রস্থিত বস্তুর ওজনকে বুঝাইবে; এবং

(ঘ) "রেখা সংকেত (Bar Code)" বলিতে সাদা-কালো রেখার নকশা সম্বলিত কোনো ছাপকে বুঝাইবে, যাহার মধ্যে ইলেক্ট্রোনিক যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারযোগ্য বা পঠনযোগ্য তথ্য নিহিত থাকে ; এবং

(ঙ) "দাবি (Claim)" বলিতে যে কোনো ধরনের উপস্থাপনা যাহা কোনো একটি খাদ্যের লক্ষণীয় গুণাগুণ, যেমন-উহার উৎপত্তি, পুষ্টিগুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রক্রিয়াকরণ, গঠন, প্রকৃতি, ইত্যাদি, প্রকাশ করে এবং যে কোনো ধরনের উপস্থাপনা বা বর্ণনা বা পরামর্শ, যাহা উক্ত গুণাগুণের সহিত সম্পর্কিত, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ধারা-১৮, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার: (১) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধানের ব্যত্যয় ঘটাইয়া লেবেলে বিভ্রান্তিকর, অসত্য বা মিথ্যা নির্ভরতামূলক তথ্য সন্নিবেশ করা যাইবে না এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার করিয়া কোনো বিজ্ঞাপন প্রস্তত, মুদ্রণ বা প্রচার করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা আইনের ধারা ৪১ ও ৪২ এর লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

8. Cantonments Pure Food Act, 1966

Section.2.Definitions. (9) "Food"

Section.23.Penalties.(1) Whoever contravenes any of the provisions of section 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 13 shall be punished

(a) for a first offence, with rigorous imprisonment for a term which may extend to six months and with fine which shall not be less than one hundred rupees or more than two thousand rupees and also with whipping.

(b) for a second offence, with rigorous imprisonment for a term not less than three months and not more than two years and with fine which shall not be less than five hundred rupees or more than ten thousand rupees and also with whipping ; and

(c) for repeated offences or for offences of large scale adulteration or adulteration with injurious substances even in the first instance, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years or more than five years and with fine which shall not be less than five thousand rupees or more than one lakh rupees and also with whipping.

(2) Whoever contravenes any of the provisions of section 12, 18, 21 or 28 or of any rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine.

(3) Any person who attempts to contravene, or abets the contravention of any of the provisions mentioned in sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with the same punishment as is provided for such contravention.

(4) All fines recovered under this Act shall be credited to the fund of the local authority within the limits of whose jurisdiction the offence for which the fine was imposed was committed.

(5) Where in the course of any business a person commits an offence under this Act and is convicted therefore under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) and such business is carried on by him or by any other person op his behalf he or such other person shall, for a period of one year from the date of such conviction, prominently display on the premises in which such business is carried on a notice of the fact of such conviction, and on his failing to so display such notice, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
(২০০৯ সনের ২৬ নং আইন)

সংজ্ঞা:
ধারা-২(৭) **"খাদ্য পণ্য"** অর্থ মানুষ বা গবাদি পশু-পাখির জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফল-মূল এবং পানীয়সহ অন্য যে কোন খাদ্যদ্রব্য;
(১১) **"পণ্য"** অর্থ যে কোন অস্থাবর বাণিজ্যিক সামগ্রী যাহা অর্থ বা মূল্যের বিনিময়ে কোন ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করেন বা করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

এই আইন অতিরিক্ত গণ্য হওয়া:
ধারা-৩।-এই আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উহার অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে।

পণ্যের মোড়ক, ইত্যাদি ব্যবহার না করিবার দণ্ড:
ধারা-৩৭-কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধার্য্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করিবার দণ্ড:
ধারা-৪০-কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

খাদ্য পণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণের দণ্ড:

ধারা-৪২-মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্য পণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিবার দণ্ড:
ধারা-৪৪-কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করিবার দণ্ড:

ধারা-৪৫-কোন ব্যক্তি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ওজনে কারচুপির দণ্ড :
ধারা-৪৬-কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অপরাধ পুনঃ সংঘটনের দণ্ড:
ধারা-৫৫।-এই আইনে উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুন দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন৷

আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১

(২০২১ সনের ০৮ নং আইন)

সংজ্ঞা:

ধারা ২(১): 'আয়োডিনযুক্ত লবণ' অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নির্ধারিত মান ও মাত্রার আয়োডিনযুক্ত লবণ;
২(১১): 'নির্ধারিত প্যাকেট' অর্থ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ভোজ্য লবণ বা ক্ষেত্রমতো, শিল্প লবণের প্যাকেট;
২(১২): 'প্যাকেট' অর্থ কোনো বাক্স, বোতল, ঝুড়ি, টিন, কৌটা, ব্যারেল, আধার (case), পাত্র, টিউব, গ্যাস, মগ, বস্তা বা অন্য কোনো সামগ্রী যাহাতে লবণ প্যাকেটজাত করিয়া বিপণন, বিক্রয় বা বিতরণ করা হয়; এবং
২(২০): 'ভোজ্য লবণ' অর্থ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য নির্ধারিত জাতীয় মান-মাত্রায় আহার্য এবং মানুষ ও অন্যান্য খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার্য আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ।

ধারা-৩।- অন্যান্য আইনের প্রয়োগ:

এই আইনের বিধানাবলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া উহার অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-১০।আয়োডিনের জাতীয় মান মাত্রা নির্ধারণ

(১) সরকার, জাতীয় লবণ কমিটির সুপারিশক্রমে, লবণ আয়োডিনযুক্তকরণের আন্তর্জাতিক মান ও জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় মাত্রা নির্ধারণ পূর্বক, আয়োডিনের একটি জাতীয় মান-মাত্রা নির্ধারণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জাতীয় মান-মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে লবণ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) আয়োডিনের জাতীয় মান-মাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন আয়োডিনের জাতীয় মান-মাত্রা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, আয়োডিনযুক্ত লবণে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ থাকিবে, যথা :-

(ক) অন্যূন ৯৬% ওজনের সোডিয়াম ক্লোরাইড;
(খ) অনধিক ১.০% ওজনের পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ;
(গ) অনধিক ৩.০% ওজনের সোডিয়ামক্লোরাইড ব্যতীত, পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ;
(ঘ) উৎপাদন পর্যায়ে ৩০-৫০ পিপিএম এবং খুচরা পর্যায়ে ২০-৫০ পিপিএম মাত্রার আয়োডিন; এবং
(ঙ) জলীয় অংশের পরিমাণ অনধিক ৬.০ শতাংশ।

ধারা-১১। লবণ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা

লবণ উৎপাদন, পরিশোধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উৎপাদিত, পরিশোধিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত লবণের বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা সমিতি কর্তৃক সরাসরি লবণ কারখানায় প্রেরণের জন্য সরকার বা, ক্ষেত্রমতো, জাতীয় লবণ কমিটি, জেলা লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রান্তিক কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

ধারা-১২। গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভোজ্য লবণ পরিশোধনকারীর দায়িত্ব

(১) ভোজ্য লবণ পরিশোধনকারী ব্যক্তি, ভোজ্য লবণ সমৃদ্ধকরণের গুণগতমান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, ধারা ১০ এর অধীন নির্ধারিত জাতীয় মান-মাত্রা অনুযায়ী উহার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ গুণগতমান নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) ভোজ্য লবণ পরিশোধনকারী ভোজ্য লবণ সমৃদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আয়োডিনের চালান এবং পরিমাণের হিসাব সংরক্ষণসহ উক্ত আয়োডিন ব্যবহারের পূর্বে যথাযথ স্থানে এবং উপযুক্ত অবস্থায় মজুত রাখিবে।
(৩) প্রত্যেক ভোজ্য লবণ পরিশোধনকারী কারখানা তৎকর্তৃক সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য লবণের নমুনা কোনো অ্যাক্রোডিটেশন সনদপ্রাপ্ত পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত মাত্রা অনুযায়ী সমৃদ্ধকরণ নিশ্চিত করিবে।

ধারা-১৩। লবণ পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি

(১) প্রত্যেক লবণ পরিশোধনাগার, অপরিশোধিত লবণ এমনভাবে পরিশোধন করিবে যাহাতে উহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে এবং পরিশোধিত লবণে কোনো মৃত্তিকাজাত বা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান না থাকে।
২) ভোজ্য লবণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত সকল লবণ আয়োডিনযুক্ত হইবে।
(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিশোধিত লবণ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আয়োডিনযুক্ত করিতে হইবে।

ধারা-১৯। ভোজ্য লবণের প্যাকেজিং, লেবেলিং

(১) কোনো ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিতরূপে প্রস্তুতকৃত প্যাকেট ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে ভোজ্য লবণ বিক্রয়, গুদামজাত, বিতরণ বা সরবরাহ করিতে পারিবে না।
(২) ভোজ্য লবণ স্বচ্ছ ও ফুড গ্রেড (Transparent and Food grade) প্যাকেট বাজারজাত করিতে হইবে।
(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, স্বচ্ছ ও ফুড গ্রেড প্যাকেটে ভোজ্য লবণ বাজারজাতকরণের জন্য এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ২ (দুই) মাস সময় প্রদান করা যাইবে।
(৪) ভোজ্য লবণের প্যাকেটের আকার ও পরিমাণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে :
তবে শর্ত থাকে যে, বিধি দ্বারা ভোজ্য লবণের প্যাকেটের আকার ও পরিমাণ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত উহার পরিমাণ প্রতিটি প্যাকেট ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১০০০ গ্রাম এবং ২০০০ গ্রাম বিশিষ্ট হইবে।
(৫) উপ-ধারা (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, টেবিল সল্ট হিসাবে ব্যবহৃত ভোজ্য লবণ ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম বা ২৫০ গ্রামের শক্ত মোড়ক বা পাত্রে বাজারজাত করা যাইবে।
(৬) ভোজ্য লবণের প্রত্যেক প্যাকেটের উপর নিম্নরূপ তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে, যথা :-
   (ক) উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা;
   (খ) লবণের পরিমাণ এবং উহার উৎপাদন, পরিশোধন, প্যাকেটজাত করিবার ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;
   (গ) ব্যাচ নম্বর;
   (ঘ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য; এবং
   (ঙ) লবণে আয়োডিন মিশ্রিতকরণ এবং উহার পরিমাণ।
(৭) সকল লবণ উৎপাদনকারী জাতীয় লবণ কমিটির পরামর্শ বা দিক-নির্দেশনার আলোকে ভোজ্য লবণের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করিবে।
(৮) কোনো প্যাকেটে উল্লিখিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের অধিক মূল্যে ভোজ্য লবণ বিক্রয় করা যাইবে না।
(৯) সকল ভোজ্য লবণের প্যাকেটে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন কর্তৃক অনুমোদিত লেবেল ব্যবহার করিতে হইবে।

ধারা-২০। শিল্প লবণের প্যাকেজিং, লেবেলিং

(১) শিল্প লবণ হলুদ রং এর প্যাকেটে বাজারজাত করিতে হইবে।
(২) শিল্প লবণের প্যাকেটের আকার, পরিমাণ ও লিপিবদ্ধযোগ্য তথ্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা-২১। লবণ আমদানি, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা পরিচালনা, ইত্যাদির জন্য নিবন্ধন

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার লবণ আমদানি, লবণ উৎপাদন, গুদামজাত, ভোক্তা পর্যায়ে পাইকারী সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা বা অন্য কোনো লবণ কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে চাহিলে তাহাকে এই আইনের অধীন নিবন্ধিত হইতে হইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফর্মে এবং ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনকৃত আবেদন বিষয়ে সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী নিবন্ধনযোগ্য, তাহা হইলে উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা মঞ্জুর করত আবেদনকারী বরাবর নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবে, বা উক্তরূপ আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর।

(৫) নিবন্ধনের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে।
(৬) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদে উহার মেয়াদ, নিবন্ধনের শর্ত ও নবায়নের সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।
(৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিবন্ধন ফি, নিবন্ধনের শর্তাদি ও নবায়ন ফি-এর হার নির্ধারণ করিতে পারিবে,
তবে উক্তরূপ প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।
(৮) এই ধারার অধীন নিবন্ধন গ্রহণ সাপেক্ষে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে শিল্প কারখানায় খাদ্যদ্রব্য নহে এইরূপ কোনো বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে শোধন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কাঁচামাল হিসাবে শিল্প লবণ উৎপাদন ও ব্যবহার করা যাইবে।
(৯) এই ধারার অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বিদ্যমান বিধি-বিধান মোতাবেক, নিবন্ধন প্রদান করিতে পারিবে।
(১০) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লবণ চাষি কর্তৃক উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণ সংরক্ষণ বা মজুত এবং উহা কোনো লবণ কারখানায় বিক্রয়, সরবরাহ বা পরিবহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বা পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত প্যাকেজিং বা লেবেলিং সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

ধারা-২২। নিবন্ধন স্থগিত, বাতিল

(১) এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হইলে বা নিবন্ধন সনদে উল্লিখিত কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে বা নিবন্ধন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করা হইলে, সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত নিবন্ধন স্থগিত বা, ক্ষেত্রমত, বাতিল করিতে পারিবে।
(২) নিবন্ধন গ্রহীতাকে অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিনের কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো নিবন্ধন স্থগিত বা, ক্ষেত্রমত, বাতিল করা যাইবে না।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো নিবন্ধন গ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপিল আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এতদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চুড়ান্তহইবে।

ধারা-২৫। পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

(১) সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কোনো পরিদর্শক লবণ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ তথ্য ও এতদ্সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং যে কোনো লবণ কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকান, গুদাম বা কোনো স্থানে রক্ষিত লবণ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিদর্শন ও লবণের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং উহা পরীক্ষার জন্য লবণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো গবেষণাগারে প্রেরণ করিতে পারিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো লবণ কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকান, গুদাম বা স্থানে রক্ষিত লবণ পরিদর্শনকালে পরিদর্শক লবণ রেজিস্টার, হিসাব বহিসহ সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ড পরীক্ষা করা হইয়াছে মর্মে স্বাক্ষর করিবেন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক আয়োডিনযুক্ত লবণ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সেলে দাখিল করিবেন।
(৩) সরকার উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিবে, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উহার ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

ধারা-২৯। প্রবেশ, তল্লাশি, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা

সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা :-
(ক) লবণ পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানায় এবং গুদামজাতকরণের স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন ও বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি;
(খ) লবণ পরিশোধন, আয়োডিনযুক্তকরণ বা গুদামজাতকরণ সংক্রান্ত হিসাব বই, রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পরীক্ষা;
(গ) লবণ পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও উপাদান পরীক্ষা এবং প্যাকেটকৃত লবণের ওজন পরীক্ষা;
(ঘ) লবণ পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও উপাদান পরীক্ষা এবং প্যাকেটকৃত লবণের ওজন পরীক্ষান্তে উহা সঠিক পাওয়া না গেলে বা ত্রুটিযুক্ত পাওয়া গেলে উহা আটক।

ধারা-৩০। বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য

এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে সকল পণ্য, উপাদান, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

ধারা-৩১। বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি

(১) এই আইনের অধীন পরিচালিত তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, কোনো পণ্য ধারা ৩০ এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হউক বা না হউক, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোনো ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো বস্তু আটক করা হয়, কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রদানের পূর্বে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করিতে হইবে, এবং উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা নোটিশ জারির তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিন হইবে, আপত্তি উত্থাপনকারীকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে-

(ক) জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট, এবং

(খ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট, আপিল করিতে পারিবেন।

(৫) আপিল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-৩২। বাজেয়াপ্তকৃত দ্রব্যাদির বিলিবন্দোবস্তের

এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো দ্রব্যের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যসমূহ সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি উহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিলি বন্দেবস্তের ব্যবস্থা করিবেন।

অপরাধ ও দন্ড

ধারা-৩৩। নিবন্ধন ব্যতীত লবণ আমদানি, গুদামজাত, ভোক্তা পর্যায়ে পাইকারী সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা পরিচালনার দন্ড

(১) এই আইনের অধীন নিবন্ধন গ্রহণ না করিয়া কোনো ব্যক্তি-

(ক) কোনো প্রকার লবণ আমদানি; বা

(খ) লবণ গুদামজাত, ভোক্তা পর্যায়ে পাইকারি সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা পরিচালনা করিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, কিন্তু ২০(বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৩৪। গুণগতমান নিশ্চিত না করিয়া লবণ পরিশোধন করিবার দন্ড

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত গুণগতমান নিশ্চিত না করিয়া কোনো ব্যক্তি লবণ পরিশোধন করিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, কিন্তু ২০(বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৩৫। ভোজ্য লবণে আয়োডিনযুক্ত না করিবার দন্ড

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রার আয়োডিনযুক্ত না করিয়া কোনো ব্যক্তি ভোজ্য লবণ বিক্রয় করিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১৫(পনেরো) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, কিন্তু ২৫(পঁচিশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো এজেন্ট, ডিলার বা সরবরাহকারীর নিকট হইতে লবণ ক্রয় করিয়া কেবল মুদি দোকানে খুচরা বিক্রয় করেন, এইরূপ কোনো খুচরা লবণ বিক্রেতার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না :

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো এজেন্ট, ডিলার বা সরবরাহকারীর যদি ইহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, তিনি কেবল আয়োডিনযুক্ত বা প্যাকেটযুক্ত বা লেবেলযুক্ত লবণ সরবরাহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কোনো পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানার লবণ উৎপাদনের সহিত জড়িত ছিলেন না, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

ধারা-৩৬। প্যাকেট বা লেবেলবিহীন ভোজ্য লবণ পরিবহণ, বিক্রয়, বিতরণ, প্রদর্শন, ইত্যাদির দন্ড

(১) কোনো ব্যক্তি-

(ক) কোনো লবণ, প্যাকেটবিহীন বা লেবেলবিহীন অবস্থায়, কোনো এজেন্ট, ডিলার, সংরক্ষণকারী বা খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা সংরক্ষণ করিবেন না;

(খ) এই আইন বা বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত প্যাকেট বা লেবেল ব্যতীত কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় করিবেন না বা বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত, সরবরাহ, বিতরণ বা প্রদর্শন করিবেন না; বা

(গ) এই আইন বা বিধি অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্যাকেট বা লেবেল ব্যতীত কোনো অ-ভোজ্য বা শিল্প লবণ বিক্রয় করিবেন না বা বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত, সরবরাহ, বিতরণ বা প্রদর্শন করিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, কিন্তু ২০(বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৩৭। লবণের প্যাকেটে নির্ধারিত তথ্য, ইত্যাদি উল্লেখ না করিবার দন্ড

(১) কোনো ব্যক্তি লবণের প্যাকেটের উপর এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত তথ্য, যেমন- সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, ব্যাচ নম্বর, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১(এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, কিন্তু ২০(বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৩৮। লবণের আয়োডিনযুক্ত না করিবার ফলে অন্যের জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার দন্ড

(১) কোনো ব্যক্তি ভোজ্য লবণ হিসাবে আয়োডিনবিহীন লবণ উৎপাদন, বিক্রয়, বিতরণ, মজুত বা সরবরাহ করিবেন না বা আয়োডিনবিহীন লবণ ব্যবহার করিয়া বাণিজ্যিকভাবে কোনো খাদ্য প্রস্তুত করিবেন না বা এমন কোনো সরঞ্জামাদি ব্যবহারে জন্য তৈরি করিবেন না যাহাতে উক্তরূপ লবণ বা খাদ্য গ্রহণ কিংবা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের ফলে অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন বা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২০(বিশ) লক্ষ টাকা, কিন্তু ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার নিম্নে নহে, অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গৃহীত অর্থদন্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রদান করা যাইবে।

ধারা-৩৯। ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে লবণ বিক্রয় বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাসাধারণকে প্রতারিত করিবার দন্ড

(১) কোনো ব্যক্তি-

(ক) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিবেন না; বা

(খ) ভোজ্য লবণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞাপন তৈরি বা প্রচার করিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১(এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা, কিন্তু ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকার নিম্নে নহে, অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪০। লবণ রেজিস্টার সংরক্ষণ না করিবার দন্ড

(১) প্রত্যেক লবণ পরিশোধনাগার বা কারখানা লবণ চাষীগণের নিকট হইতে অপরিশোধিত লবণ ক্রয় এবং উহা পরিশোধন ও আয়োডিনযুক্তকরণ, বিক্রয়, বিতরণ, মজুত, সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সংরক্ষণ করিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত লবণ পরিশোধনাগার বা কারখানা পরিচালনাকারী ব্যক্তি অনধিক ১(এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা, কিন্তু ২০(বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৪১। অপরাধপুনঃ সংঘটনের দন্ড

এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দন্ডিত কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বার কিংবা পৌনঃপুনিক অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা-৪২। দন্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই এইরূপ অপরাধের দন্ড

যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কার্য করেন বা করা হইতে বিরত থাকেন যাহা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধানের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করিবার সামিল, কিন্তু তজ্জন্য এই আইনে কোনো স্বতন্ত্র দন্ডের বিধান রাখা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে কিন্তু ১০(দশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, দন্ডিত হইবেন।

ধারা-৪৪। অপরাধের বিচার

(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার অধীন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার, আপিল এবং বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

ধারা-৪৫। অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা

ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তির উপর এই আইনের অধীন অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনে উল্লিখিত অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

ধারা-৪৬। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারি মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।-এই ধারায়-

(ক) ‘কোম্পানি’ অর্থে যে কোনো সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ‘পরিচালক’ অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

ধারা-৪৭। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, উক্ত আইনের তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা, ২০২৪

বিধি-৩। ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণ।—(১) ভোজ্য লবণে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ১২৩৬ (বিডিএস ১২৩৬) অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রার আয়োডিন মিশ্রণ করিতে হইবে।

(২) সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ ব্যতীত অন্য কোনো লবণে আয়োডিন মিশ্রণ করা যাইবে না।

(৩) নির্দিষ্ট অনুপাতে পটাশিয়াম আয়োডেট লবণে মিশ্রণ করিয়া আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন করিতে হইবে।

(৪) আয়োডিনযুক্ত লবণ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ১২৩৬ অনুযায়ী হইতে হইবে।

বিধি-৪। আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার।—আয়োডিনযুক্ত লবণ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে: যথা:-

(ক) গৃহস্থালি বা রান্নার কার্যে;

(খ) টেবিল সল্ট হিসাবে; এবং

(গ) বাণিজ্যিক লবণ হিসাবে।

ব্যাখা।–এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, 'বাণিজ্যিক লবণ' বলিতে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিষেবায় ব্যবহৃত আয়োডিনযুক্ত লবণকে বুঝাইবে।

বিধি-৫। ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী ও আয়োডিনযুক্তকারীর দায়িত্ব।– কোনো ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী বা পরিশোধনকারী বা আয়োডিনযুকতকারী বিক্রয়, বিতরণ বা সরবরাহের পূর্বে আয়োডিনযুক্ত লবণের মান ও মাত্রা নিশ্চিত করিবে এবং নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) নিয়মিতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন আয়োডিনযুক্ত লবণের নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কারখানার নিজস্ব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা;

(খ) যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা বা যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কিনা তাহা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা;(গ) প্রতিটি ব্যাচে নির্ধারিত মান ও মাত্রায় আয়োডিন মিশ্রিতকরণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

(ঘ) ভোজ্য লবণ উৎপাদন, আয়োডিনযুক্তকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিতরণ ও বিক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা; এবং

(ঙ) যথাযথভাবে লবণ রেজিস্টার ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।বিধি-৬। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহারের দায়িত্ব।–(১)মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির যে সকল খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণে লবণ ব্যবহৃত হয়, এইরূপ খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে উক্ত খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকারী দায়ী থাকিবেন।

(২) কোনো হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফুড-কোর্ট, ক্যান্টিন বা অন্য কোনো ফুড আউটলেট বা অনুরূপ স্থান বা ক্ষেত্র পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন।

বিধি-৭। এজেন্ট, ডিলার, বিক্রেতা ইত্যাদির দায়িত্ব।–কোনো এজেন্ট, ডিলার, সরবরাহকারী, সংরক্ষণকারী বা পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা আয়োডিনযুক্ত করা হয় নাই বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত বা লেভেলজান করা হয় নাই এইরূপ কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

বিধি-৮। আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ।–(১)ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ হইতে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর।

(২) কোনো অবস্থাতেই মেয়াদোত্তীর্ণ আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণ করা যাইবে না।

(৩) মেয়াদোত্তীর্ণ লবণ যাহার নিকট হইতে ক্রয় বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

বিধি-৯। ভোজ্য লবণের প্যাকেট ও লেভেল।–(১) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেট স্বচ্ছ ও ফুডগ্রেড হইতে হইবে।(২) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেট পলিথিন দ্বারা তৈরি হইলে উক্ত পলিথিনের পুরুত্ব হইবে ন্যূনতম ৭৫ (পঁচাত্তর) মাইক্রোমিটার।(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ভোজ্য লবণের প্যাকেট তৈরি করা যাইবে, যথা:-

(ক) প্যাকেট আর্দ্রতারোধক হইবে এবং প্যাকেটের উপরিভাগ আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হইলে উহার অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে;

(খ) প্যাকেট বায়ুরোধক হইবে;

(গ) প্যাকেট তৈরিতে এমন উপকরণ ব্যবহার করা যাইবে না, যাহা আয়োডিনযুক্ত লবণের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিকর হইতে পারে;

(ঘ) প্যাকেট তৈরিতে কেবল ফুডগ্রেড উপাদান ব্যবহার করিতে হইবে;

(ঙ) প্যাকেট তৈরিতে নন-টক্সিক উপাদান ব্যবহার করিতে হইবে;

(চ) প্যাকেট দূষণমুক্ত, অক্ষত ও অটুট অবস্থায় থাকিতে হইবে; এবং

(ছ) দফা (গ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ধরণের প্যাকেট তৈরির উপকরণ এবং উহাদের নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) ভোজ্য লবণ উৎপদানকারী, পরিশোধনকারী, আয়োডিনযুক্তকারী উপ-বিধি (৩) এর শর্ত পূরণসাপেক্ষে, আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ প্যাকেটজাত ও লেভেলজাত করিয়া উহা বিক্রয়, বিপণন, বাজারজাত, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করিতে পারিবে।

(৫) প্রতিটি প্যাকেটের লেভেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং ব্যবহার করিয়া বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) ভোজ্য লবণ ব্যবহারের ক্ষেত্রের নাম;

(গ) গ্রাম বা কিলোগ্রাম লবণের প্রকৃত (নিট) ওজন;

(ঘ) প্যাকেটজাত লবণের সর্বোচ্চ আর্দ্রতার মাত্রা;

(ঙ) আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ ও লট নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

চ) মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ;

(ছ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা;

(জ) নিবন্ধন নম্বর, ব্যাচ নম্বরে এবং শনাক্তকরণ কোড;

(ঝ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য;

(ঞ) লবণে আয়োডিন মিশ্রিতকরণ এবং উহার পরিমাণ;

(ট) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন কর্তৃক অনুমোদিত লেবেল ব্যবহার; এবং

(ঠ) ভোজ্য লবণ আয়োডিন দ্বারা আয়োডিনযুক্তকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা।

বিধি-১০। ভোজ্য লবণের প্যাকেটের ওজন।–আয়োডিনযুক্ত লবণের প্যাকেটের ওজন হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) টেবিল সল্ট কার্যে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতি প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে, যথাক্রমে ৫০ (পঞ্চাশ)গ্রাম, ১০০ (একশত) গ্রাম ও ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) গ্রাম; এবং

(খ) গৃহস্থালি বা রান্নার কার্যে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতি প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে, যথাক্রমে ৫০০ (পাঁচশত) গ্রাম, ১০০০ (এক হাজার) গ্রামত বা ১ (এক) কেজি, ২০০০ (দুই হাজার) গ্রাম বা ২ কেজি, ৫০০০ (পাঁচ হাজার) গ্রাম বা ৫ কেজি এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) গ্রাম বা ১০ কেজি।

বিধি-১৮। তদারকি ও পরিদর্শন।–(১) বিসিক এর কোনো কর্মকর্তা বা পরিদর্শক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকর্তা তদারকি ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী, আয়োডিনযুক্তকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, বাজারজাতকারী, আমদানিকারক, মজুতদারি ও বিক্রয়কারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কারখানা, দোকান, ভান্ডার, পরিবহন বা স্থাপনায় আইনের ধারা ২৯এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১)এ বর্ণিত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক, তদারকি ও পরিদর্শনের সময় প্রয়োজন মনে করিলে, উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান, কারখানা, দোকান, ভান্ডার, গুদাম, পরিবহণ ও স্থাপনা হইতে পরীক্ষণের জন্য নমুনা হিসাবে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি প্যাকেট সংগ্রহ করিয়া উক্ত প্যাকেটসমূহ সিলগালা করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নমুনার মধ্যে ১ (এক) টি নমুনা পরীক্ষণের জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহা প্রয়োজনে অভিযোগ বা মামলার আলামত হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে, ১(এক)টি নমুনা পরিদর্শন কর্মকর্তার নিকট এবং ১ (এক)টি নমুনা সিলগালাকৃত অবস্থায় সংগ্রহস্থানে মিল মালিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থাকিবে।বিধি-১৯। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব।–পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক)পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কারখানা, প্রতিষ্ঠান, দোকান, গুদাম বা অন্য কোনো স্থানে পরিচয়পত্র প্রদর্শনপূর্বক প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(খ) পরিশোধনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, আয়োডিনযুক্তকারী, প্যাকেজিং, লেভেল লাগানোর যন্ত্রপাতি বা অনুরূপ বিষয়াদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(গ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্য লবণের প্যাকেট খুলিতে ও পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিক্রয়, বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্য লবণের নমুনা সংগ্রহ করিতে এবং উক্ত নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঙ) পরিশোধন, আয়োডিনযুক্তকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া পরিদর্শন এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত দলিলাদি পরীক্ষা করিতে এবং উহার অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(চ) আয়োডিনযুক্তকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার, এজেন্ট, শ্রমিক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং স্থাপনার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন; এবং

(ছ)যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত বা প্যাকেটকৃত নয় মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা যুক্তিসংগত কারণে লবণ জব্দ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জব্দকৃত লবণ যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত করা হইবে বা প্যাকেটজাত করা হইবে মর্মে মালিক অঙ্গীকারনামা প্রদান করিলে যথাযথভাবে আয়োডিনযুকত বা প্যাকেটজাত নয় মর্মে উহা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

বিধি-২২। লবণ রেজিস্ট্রার।- প্রত্যেক নিবন্ধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি লবণ উৎপাদন, পটাশিয়াম আয়োডেট দ্বারা আয়োডিনযুক্তকরণ, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি তফসিল-২ এর ফরম-ঘ এ বর্ণিত রেজিস্টারে হালনাগাদ অবস্থায় সংরক্ষণ করিবেন এবং উহার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত তথ্যাদি ইলেক্ট্রণিক পদ্ধতিতেও সংরক্ষণ করা যাইবে।

পরিশিষ্ট ২

শিল্প মন্ত্রণালয়
১৫ এপ্রিল ২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “Fortification of Edible Oil in Bangladesh” (Phase-III) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ভোজ্য তেলের ড্রাম ওয়েল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ যা অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪.১	(ক) আগামী পহেলা জুন ২০২১ তারিখ হতে বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ও ফুডগ্রেড পাত্রে লেবেল ও উৎস সনাক্তকরণসহ (Traceability) সকল রিফাইনারি কর্তৃক সকল ভোজ্যতেল বাজারজাত করবেন। (খ) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ও ফুডগ্রেড পাত্রে লেবেল ও উৎস উল্লেখ থাকতে হবে	বিভোরা ও সকল রিফাইনারি মহাপরিচালক, বিএসটিআই
৪.২	৩.৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল আইন ও বিধি বই আকারে সকল ভোজ্যতেল রিফাইনারি ও সমিতিকে সরবরাহ করাসহ আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২১ এর মধ্যে সকল ভোজ্যতেল রিফাইনারি ও সমিতি, হোলসেলারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এসব আইন ও বিধি বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকল্প পরিচালক ও GAIN Bangladesh
৪.৩	(ক) আগামী ১লা জুলাই ২০২১ হতে অস্বাস্থ্যকর, অনিরাপদ ও ফুডগ্রেডবিহীন ড্রামে ভোজ্যতেল বাজারজাত বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ।	বিভোরা ও সকল রিফাইনারি
৪.৪	আগামী ১লা জুলাই ২০২১ হতে অস্বাস্থ্যকর, অনিরাপদ ও ফুডগ্রেড বিহীন ড্রামে ভোজ্যতেল বাজারজাত বন্ধকরণ বিষয়ে বিএসটিআই ও বাংলাদেশ নিরপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ।	বিএসটি আই ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৪.৫	(ক) আগামী পহেলা জুন ২০২১ তারিখ হতে বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ও ফুডগ্রেড পাত্রে লেবেল ও উৎস সনাক্তকরণসহ (Traceability) সকল রিফাইনারি কর্তৃক সকল ভোজ্যতেল বাজারজাত করবেন। (খ) স্বাস্থ্য সম্মতভাবে ও ফুডগ্রেড পাত্রে লেবেল ও উৎস	বিভোরা ও সকল রিফাইনারি মহাপরিচালক, বিএসটিআই
৪.৬	৩.৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সকল আইন ও বিধি বই আকারে সকল ভোজ্যতেল রিফাইনারি ও সমিতিকে সরবরাহ করাসহ আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২১ এর মধ্যে সকল ভোজ্যতেল রিফাইনারি ও সমিতি, হোলসেলারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এসব আইন ও বিধি বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকল্প পরিচালক ও GAIN Bangladesh